Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 23, 1433 Bangla, July 07, 2026, Tuesday, No. 182, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has asked authorities concerned to take coordinated steps to protect Gulshan-Banani-Baridhara Lake from pollution. [R. Today: 21]

Tarique Rahman has directed to form high-powered committee to ensure food security and control quality of products. [Jago FM: 11]

Health Minister has directed all private clinics across country to set up labour rooms for normal deliveries by next Saturday, warning that licences will be cancelled in case of failure. [Jago FM: 13]

Education Minister has said, govt. wants to hand over new textbooks to school students in December. [Jago FM: 15]

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources has informed that govt. is working to eliminate disparity in electricity supply between urban and rural areas. [Jago FM: 18]

Court has sentenced seven men to death over gang-rape of a woman in Jamalpur last year.[Jago FM: 16]

Eight people have been killed in separate landslides at Rohingya refugee camps in Cox's Bazar following heavy rainfall. [BBC: 05]

Fifty Bangladeshis have returned home through Benapole border after serving jail terms in India for illegal entry. [DW: 10]

Twenty-five people have been killed in clashes between rival groups of inmates at a prison in Sri Lanka. [BBC: 08]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ২৩, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ০৭, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ১৮২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

রাজধানীর গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ সুরক্ষা এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রে. টুডে: ২১]

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত এবং পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর। [জাগো এফএম: ১১]

দেশের সব বেসরকারি ক্লিনিকে শনিবারের মধ্যে ডেলিভারি লেবার রুম স্থাপ নের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর - অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল। [জাগো এফএম: ১৩]

ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিতে চায় সরকার-- বললেন শিক্ষা মন্ত্রী । [জাগো এফএম: ১৫]

শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে বৈষম্য দূর করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৮]

জামালপুরে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। [জাগো এফএম: ১৬]

কক্সবাজারে প্রবল বর্ষণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধসে ৮ জনের মৃত্যু। [বিবিসি: ০৫]

ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফিরেছেন ৫০ বাংলাদেশি। [ডয়চে ভেলে: ১০]

শ্রীলঙ্কার পশ্চিমাঞ্চলে একটি কারাগারে বন্দিদের দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন নিহত । [বিবিসি: ০৮]

বিবিসি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ এলাকায় মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সারাদেশে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন : নাহিদ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যদি নিজের এলাকার মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে সারাদেশের মাদক ও আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে সমালোচনা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। সোমবার বিকেলে গাজীপুরের কালীগঞ্জে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। 'জুলাই, নিয়ে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে পদযাত্রা শেষে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি বলেন, কয়েকদিন আগে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার নিজের দলের সংসদ সদস্য বলেছেন, মাদকের সুতিকাগার হচ্ছে সেই কক্সবাজার থেকে। তিনি বলেন, "তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার নিজের এলাকায় মাদক বন্ধ করতে পারেন না। তিনি সারাদেশের মাদক কীভাবে বন্ধ করবেন? তিনি সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে ঠিক করবেন?„ তিনি সারাদেশের সব জায়গায় মাদক কারবারি বন্ধ ও আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

সাভারে এনসিপির সমাবেশের সময় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ

সাভারে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশ চলাকালীন সময়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি। সোমবার রাত পৌনে ১০টায় সাভার থানা স্ট্যান্ড ঈদগাহ মাঠে সমাবেশ চলাকালে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে দলটির মিডিয়া উইং থেকে জানানো হয়েছে। দলটির মিডিয়া উইং জানিয়েছে, এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ইয়াসির আরাফাত ঘটনাস্থল থেকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। এ সময় এনসিপির ঢাকা জেলার আহ্বায়ক নাবিলা তাসনিদ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এই সমাবেশের আগে এনসিপি একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠান করে। পরে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সমাবেশের সময় সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন এনসিপি আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন এমপি, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

ডিজিটাল লেনদেনে বাংলা কিউআর ব্যবহারে গ্রাহকের খরচ কি বাড়তে পারে?

পহেলা জুলাই থেকে দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও মার্চেন্ট পয়েন্টে পুরোনো সব কিউআর কোড সরিয়ে শুধু 'বাংলা কিউআর' প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মূলত ডিজিটাল লেনদেন জনপ্রিয় করতে এবং অর্থনীতিকে 'ক্যাশলেস' বা নগদ অর্থহীন করার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে এখন থেকে গ্রাহকরা যে-কোনো ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করে একটি মাত্র কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন। যা এতদিন একেক প্রতিষ্ঠানের (যেমন- বিকাশ, রকেট বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংক) আলাদা আলাদা কিউআর কোডের মাধ্যমে করা হতো। বলা হচ্ছে, এই উদ্যোগের ফলে এখন থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা মার্চেন্ট পয়েন্টে দামি পিওএস মেশিন বা একাধিক কিউআর স্ট্যান্ড রাখার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বাংলা কিউআর কোড এর ব্যবহার, লেনদেন প্রক্রিয়া, লাভ-ক্ষতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ফি নির্ধারণের মতো বিষয়গুলো নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। ডিজিটাল লেনদেনের এই উদ্যোগ নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে এক ধরনের অস্পষ্টতা যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যবসায়ীরাও এই উদ্যোগের সঙ্গে কতটা যুক্ত হবেন, সেই আলোচনাও হচ্ছে। গ্রাহকদের অনেকেই বলছেন, বাংলা কিউআর কোড-এ পেমেন্ট করতে কি বাড়তি খরচ দিতে হবে? এই লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি যাবে কার পকেট থেকে? এছাড়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই যদি এটি নেওয়া হয়, তাহলে ডিজিটাল পেমেন্ট জনপ্রিয় করার যে লক্ষ্য, সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে কিনা, এমন প্রশ্নও উঠছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য বলছে যে, এই এক শতাংশ ফি ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর মধ্যকার বিষয়। গ্রাহকের পকেট থেকে এটি নেওয়ার সুযোগ নেই। যদিও ডিজিটাল পেমেন্ট নিতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর বাড়তি চার্জ বসালে সেটি জনপ্রিয়তা পাবে না বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। এক্ষেত্রে এমডিআর ফি-এর ওপর কিছু ছাড় বা কয়েকটি ধাপ নির্ধারণ করার বিষয়টিও ভাবতে বলছেন তারা। এছাড়া কোনো বিক্রেতা গ্রাহকের ওপর এই দায় চাপিয়ে দেন কিনা- সেই বিষয়টি নজরে রাখা জরুরি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলা কিউআর কোড কী?

বাংলা কিউআর হলো- বাংলাদেশের পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের জন্য তৈরি একটি ইউনিভার্সাল বা সর্বজনীন কিউআর কোড স্ট্যান্ডার্ড। আগে একটি দোকানে চার থেকে পাঁচটি কিউআর কোড ঝুলত। বিকাশেরটা আলাদা, নগদেরটা আলাদা, ব্যাংকেরটা আলাদা। আপনার কাছে যদি অন্য কোনো ব্যাংকের অ্যাপ থাকতো, তাহলে আপনি সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করতে পারতেন না। কিন্তু বাংলা কিউআর কোড আসার ফলে এখন থেকে দোকানদারের টেবিলে কেবল একটিই 'বাংলা কিউআর' কোড থাকবে। গ্রাহকের কাছে যে ব্যাংকেরই অ্যাপ থাকুক না কেন, একটি কিউআর কোড স্ক্যান করেই পেমেন্ট করতে পারবেন। সহজভাবে বলতে গেলে, এটি এমন একটি প্রযুক্তি,

যা একজন গ্রাহককে বিভিন্ন ব্যাংক বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা এমএফএস অ্যাপের মাধ্যমে যে-কোনো দোকান বা মার্চেন্টের কাছে পেমেন্ট করার সুবিধা দেয়। এর ফলে, একজন গ্রাহককে নতুন করে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না। নিজের পছন্দের বা প্রচলিত ব্যাংকের বা এমএফএস অ্যাপ থেকেই পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে। মূলত ক্যাশলেস ট্রানজ্যাকশনকে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে টাকা ভাঙতির ঝামেলা এবং জাল নোটের ভয় দূর হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের মোট লেনদেনের ৭৫ শতাংশ ডিজিটাল বা ক্যাশলেস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। ভবিষ্যতে সব ধরনের সরকারি পেমেন্ট সেবাকে এই কিউআর কোড-ভিত্তিক ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। এমনকি ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও কিউআর-ভিত্তিক লেনদেন করা যায় কি না, তা নিয়েও কাজ চলছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
বিবিসি বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করতে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন

ফি নিয়ে প্রশ্ন কেন?

ডিজিটাল লেনদেন ফ্রি নয়। এটি ব্যবহারের জন্য ব্যাংকগুলো একটি পরিচালনা খরচ চার্জ করে। একে বলা হয় মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর। ২০২৪ সালে যখন বাংলা কিউআর কোড চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তখন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এমডিআরের ঊর্ধ্বসীমা ব্যাংক কার্ডের ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ এবং এমএফএস-এর ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক ৮০ শতাংশ ধার্য করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পহেলা জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক এই সংক্রান্ত যে প্রজ্ঞাপন দিয়েছে, সেখানে এই 'ঊর্ধ্বসীমা' তুলে দিয়ে 'সর্বনিম্ন' হার এক শতাংশ বেঁধে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, এক হাজার টাকা ট্রানজেকশন করলে নিয়ম অনুযায়ী একজন ব্যবসায়ী এখন ব্যাংককে কমপক্ষে ১০ টাকা ফি দেবে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তার সুযোগ রেখেছে। ডিজিটাল লেনদেন জনপ্রিয় করতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান চাইলে নিজস্ব প্রচারণামূলক কর্মসূচির আওতায় এমডিআর আংশিক কমাতে বা সম্পূর্ণ নিজেদের পক্ষ থেকে বহন করতে পারবে। এতে বিশেষ অফারের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্চেন্টদের উপরও এ ফি কার্যকর না-ও হতে পারে। তবে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, এমডিআরের দায় থাকবে মার্চেন্টের ওপর, গ্রাহকের ওপর নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এটি অবকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার খরচ। অবশ্য অনলাইন (বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ড ট্রানজেকশনে) লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ছোটো ব্যবসায়ী দুই থেকে তিন শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি চার্জ নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ঝুঁকির কথা বলছেন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীরা চাপ অনুভব করতে পারেন। যার ফলে পণ্যের দাম বাড়িয়ে খরচ সমন্বয় করার সুযোগ নিতে পারেন অনেকে।

এছাড়া, অনেক ব্যবসায়ী ডিজিটাল ট্রানজেকশনে নিরুৎসাহিত হতে পারেন বলেও মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি-এর গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলছেন, শুরুতেই রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে না ভেবে সবাই যাতে ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত হয়, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। "এমডিআর এক শতাংশের জায়গায় দশমিক পাঁচ শতাংশ করা যেতে পারে। তার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করা গেলে সেটি করা উচিত। রাজস্ব কালেকশনের থেকেও আসলে ইন্টিগ্রেশনটা বেশি জরুরি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া, গতানুগতিক পদ্ধতির বিপরীতে নতুন একটি ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত করার বিষয়কেই প্রধান হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। তারা বলছেন, পণ্যের দাম বৃদ্ধি বা ব্যবসায়ীদের অনীহার শঙ্কা যেমন রয়েছে, তেমনি ডিজিটাল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে যে-সব সুবিধা রয়েছে, তার সঙ্গে মানুষ অভ্যস্ত হলে এটিই তখন বেছে নেবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, ডিজিটাল পেমেন্ট সহজ হলে বিক্রি বাড়ে, আর বিক্রি বাড়লে এক শতাংশ খরচ বড়ো মনে হবে না। দ্বিতীয়ত, পরিচালন খরচ কমার পাশাপাশি নগদ অর্থ গোনা, ব্যাংকে জমা দেওয়া এবং চুরির ঝুঁকিও কমবে। এছাড়া ব্যাংকগুলো নিজেদের প্রচারের জন্য ফি মওকুফসহ নানা অফারও দিতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনে সময় লাগবে বলেই মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট বা বিআইবিএম এর অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবীব। তিনি বলছেন, "এক সময় মনে হতো ক্রেডিট কার্ডের কস্ট এত বেশি, কেউ কি ব্যবহার করবে? ব্যবসায়ীরা অনেকে ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নিতে চাইতো না। কিন্তু এখন দেখবেন যে, ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করলে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে।„

আরও যে-সব চ্যালেঞ্জ

কাগজে-কলমে ডিজিটাল লেনদেনের এই উদ্যোগটি সম্ভাবনাময় হলেও মাঠপর্যায়ে এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বাংলা কিউআর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ থাকা, চার্জের বোঝা দূর করা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া লেনদেনের তথ্যগুলো ডকুমেন্টেড হলে এগুলো ব্যবহার করে পরবর্তীতে তাদের উপর করের বোঝা চাপানো হতে পারে- এমন শঙ্কাও অনেকের পিছুটানের কারণ হতে পারে। তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে কীভাবে সবাইকে যুক্ত করা যাবে বা এর সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আস্থায় নেওয়ার উপায় কী, এটিও ভাবা দরকার বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ বলছেন,

আর্থিক নিরাপত্তা এবং লেনদেনের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর। তবে ছোটো ব্যবসায়ীদের উপার্জিত অর্থ ক্যাশ করার বিষয়টি নিয়ে জটিলতা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে আস্থা সংকট এবং ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা জটিলতা দূর করা না গেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই পদ্ধতিতে আগ্রহী হবেন না। "প্রাথমিকভাবে হয়ত বুঝতে একটু সমস্যা হবে। কারণ টাকা কিউআর কোডের মাধ্যমে আমি নিলাম, কিন্তু ক্যাশ করবো কীভাবে, এটা একটা সমস্যা। বিশেষ করে একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যায়ে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির নেতা হেলাল উদ্দিন।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, বাংলা কিউআরের মাধ্যমে পরিচালিত লেনদেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ডিজিটাল আর্থিক পরিচিতি তৈরি করবে। যার ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো ভবিষ্যতে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানেও উৎসাহিত হতে পারে। কিউআর কোডের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে শুরুতে কিছু জটিলতা থাকলেও, ধীরে ধীরে তা দূর হবে বলেই মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট বা বিআইবিএম এর অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবীব। তিনি বলছেন, "অনেক দেশে সব ধরনের পেমেন্ট করা হচ্ছে কিউআর কোডে। আমার ধারণা, সময়ের সঙ্গে মানুষের মনে হবে যে এটিই ঠিক আছে।„ বিশেষ করে ছোটো ব্যবসায়ীদের জন্য কিউআর কোড পদ্ধতি আরও বেশি কার্যকর বলেই মনে করেন মি. হাবীব। তিনি বলছেন, "ছোটো ব্যবসায়ীরাই বরং বেশি সুবিধা পাবেন। আপনার টাকা কোথায় রাখবেন, দোকান থেকে ফেরার সময় ছিনতাইকারী ধরল কিনা এসব চিন্তা থাকবে না। আর দশ হাজার টাকার ওয়ান পার্সেন্ট যত বড়ো মনে হবে, বিশ টাকার ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু কিছু মনে হবে না।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কক্সবাজারে প্রবল বর্ষণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধসে ৮ জনের মৃত্যু, এ অবস্থা কয়দিন থাকবে

বাংলাদেশে প্রবল বর্ষণের মধ্যে কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে পাহাড়ধসে ৮ জন নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় প্রশাসন। এছাড়া কক্সবাজার শহরে একইভাবে আরও **১** জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কক্সবাজার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগে থেকেই অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল এবং আজ বেলা **১২**টা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘণ্টায় কক্সবাজারে তারা ২৬৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। "মূলত অতি ভারী বর্ষণ হয়েছে। বৃষ্টি কম বেশি এখনো হচ্ছে এবং আগামী দুই থেকে তিনদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ মো. আব্দুল হান্নান। সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, শরণার্থী শিবিরের যে-সব জায়গায় পাহাড়ধসের ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেখানে পাহাড় কেটে গর্ত করে ঘর তৈরি করে নতুন আসা কিছু রোহিঙ্গা অবস্থান করছিল। "ক্যাম্পের এমন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোর বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক করা হচ্ছিল। অনেককে সরানোও হয়েছে। রাতে ভারী বর্ষণের সময় তিনটি জায়গায় পাহাড়ধসের ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে যেখানে পাহাড়ের গর্তে থাকা লোকজন চাপা পড়েছে,„ দুর্ঘটনার পর ক্যাম্প-**১১** পরিদর্শন করে আসার পর বলছিলেন তিনি। ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার ডলার ত্রিপুরা জানিয়েছেন, ক্যাম্প এলাকায় পাহাড়ের ঢালু জায়গাগুলোতে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে এবং ভোর নাগাদ তারা উদ্ধার কার্যক্রম শেষ করেছেন।

পাহাড় ধস কখন হলো

মিয়ানমারে ২০১৭ সালে রাখাইন প্রদেশে সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতন শুরু হলে প্রায় সাড়ে সাত লাখের মতো রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এছাড়া আগে বিভিন্ন সময়ে আরো প্রায় তিন লাখের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে। গত এক বছরেও বিভিন্ন পথে বেশ কিছু রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও আর কোনও রোহিঙ্গা আশ্রয় না দেওয়ার নীতিগত অবস্থান ঘোষণা করা হলেও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ থামানো যায়নি। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখন প্রায় **১৪** লাখের মতো, যারা বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে যে-সব শরণার্থী ক্যাম্পে এসব রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বসবাস করছে, তার মধ্যে বেশ কিছু এলাকায় পাহাড়ের মাটি কেটে গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে ঘর বানানোর কারণে ভূমিধস কিংবা পাহাড়ধসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কক্সবাজারের ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা ডলার ত্রিপুরা বলছেন, গতকাল দুপুর থেকেই ভারী বর্ষণ হচ্ছিল। রাত প্রায় পৌনে ২টার দিকে তারা পাহাড়ধসের খবর পান। এরপর **১৫** নম্বর ক্যাম্পের ডি ব্লকে চাপা পড়া একটি ঘর থেকেই তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। তিনি জানান, রাত **১**টা ৫০ মিনিটে রওয়ানা দিয়ে সোয়া ২টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পেরেছিল ফায়ার সার্ভিস। শেষ পর্যন্ত ভোররাত সাড়ে 8টার দিকে উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হয়।

এছাড়া, কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের ৭ নম্বর ক্যাম্পের ডি-৮ ব্লকে একটি শিশু এবং বালুখালী আশ্রয় শিবিরের **১১** নম্বর ক্যাম্পের সি-**১১** ব্লকে আরেকটি পাহাড়ধসের ঘটনায় একটি পরিবারের চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পরে ফায়ার সার্ভিস, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও স্বেচ্ছাসেবীরা চাপা পড়া ঘর থেকে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেন। এর বাইরে কক্সবাজার শহরের ছাত্তারঘোনা এলাকায় পাহাড়ের একাংশ ধসে পড়লে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আখতার জানিয়েছেন, তারাও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৮ জনের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছেন।

দুর্ঘটনা কেন হলো

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলছেন, শরণার্থী শিবিরগুলোর যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেসব জায়গা থেকে আগেও রোহিঙ্গাদের সরানো হয়েছিল। ”কিন্তু নতুন আসা রোহিঙ্গারা আবার এসব জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। কিছু জায়গায় স্থানীয়রা পাহাড়ের মাটি কেটে ঘর বানিয়ে রোহিঙ্গাদের ভাড়া দিয়েছে। আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে গত কয়েকদিন ধরে সতর্ক করেছি। রাতে ব্যাপক ভারী বৃষ্টি হয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। দুর্ঘটনাস্থলগুলোর ক্যাম্প-১১ পরিদর্শন করে এসে মি. রহমান জানিয়েছেন, সেই ক্যাম্পেই চারজন মারা গেছে। ”প্রশাসন থেকে আমরা গত কয়েকদিন ধরে সতর্ক করেছি। অনেককে সরানো হয়েছে। এখানে ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর ক্যাম্প ঝুঁকিপূর্ণ। বলতে পারেন, মানবিক বিপর্যয়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যোগ হয়েছে। সব জায়গায় পাহাড় কেটে গর্ত বানিয়ে ঘর করা হয়েছে। এগুলোই পাহাড়ধসে চাপা পড়েছে,„ বলছিলেন তিনি। উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আখতারও পাহাড়ধসের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনিও জানিয়েছেন, বৃষ্টির কারণে পাহাড় ধস হয়েই ঘরগুলো চাপা পড়েছে।

আবহাওয়া আজ কেমন, পূর্বাভাস কী

নিম্নচাপের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বৃষ্টি, বয়ে যেতে পারে ঝড়ো হাওয়া। কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ আব্দুল হান্নান বলছেন, আজ সকাল পর্যন্ত ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। পরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৭ মিলিমিটারে। ”স্থল নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কক্সবাজার এলাকায় এখনো কম বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী দুই-তিনদিন ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। তিনি জানান যে, বৈরী আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ঢাকায় আবহাওয়া অফিস থেকে শুক্রবারই দেশের ছয় বিভাগে কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দমকা হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টিরও সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল। ওদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৯টা থেকে আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার যে পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় আছে। এতে বলা হয়েছে, ৬ জুলাই দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। আগামীকাল থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় গোলাগুলিতে তিনজন নিহত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার মধুমঙ্গল পাড়ায় গোলাগুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার বেলা ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পানছড়ি থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস ওয়াহিদ বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ”অজ্ঞাত তিন যুবককে অজ্ঞাত লোকজন গুলি করে হত্যা করেছে। বারোটার দিকে আমি খবর পেয়েছি। ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে।„ নিহত ব্যক্তিরা ইউপিডিএফ বা জেএসএসের সদস্য কিনা, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ”এটা আমি বলতে পারবো না। আই এম নট শিওর।„ তবে, গোলাগুলিতে অন্য কেউ আহত হওয়ার কোনো তথ্য নেই বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা। নিহতদের নাম পরিচয় এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে হয়ে আছে। দোকান পাট বন্ধ এবং সড়ক ও আশপাশের এলাকায় মানুষের উপস্থিতি কমে গেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

গ্রাহকের অতিরিক্ত বিল আসার কারণ হতে পারে যান্ত্রিক বা মনুষ্য ত্রুটি : জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

জুন মাসে গ্রাহকদের অনেকের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে যান্ত্রিক বা মনুষ্য ত্রুটির কারণে বিলে এই ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে। তিনি জানান, সরকার সদিচ্ছার সাথে গুরুত্ব সহকারে এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ”যতগুলো অভিযোগ আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটা ইনডিভিজুয়ালি অ্যাড্রেস করেছি। অ্যাড্রেস করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, এর অধিকাংশই আসলে ভুল বোঝাবুঝির কারণে। কারণ গ্রাহক অধিকাংশ ক্ষেত্রে মে মাসের সাথে এপ্রিল মাসের তুলনা করেছে। গত বছরের জুনের সাথে যখন তুলনা করছে, তখন দেখা যাচ্ছে অধিকাংশের সাথে এটা ম্যাচ করছে।„ তিনি জানান, কিছু কিছু জায়গায় আছে, তার একটি আবাসিক ফ্ল্যাট ছিল, যেখানে ওই সময়ে ভাড়াটিয়া ছিল না। এই সময়ে নতুন

ভাড়াটিয়া এসেছে। সে জানে না, এখানে নতুন এয়ার কন্ডিশন ইনস্টল করা হয়েছে, একটা ফ্রিজার যুক্ত করা হয়েছে। অনেকগুলো ব্যাপার আছে, এই সবকিছু যখন আমাদের ইউনিটের মিটারে যখন অ্যাড্রেস করেছে, দেখা গেছে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। স্টিল এরপরেও আমাদের সদিচ্ছা আছে বলেই আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করছি। ”আমরা ধরেই নিচ্ছি, ডিউ টু হিউম্যান এরর, ডিউ টু মেশিন এরর- এই ধরনের কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে। সেই কারণেই কিন্তু পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি, টিভির স্ক্রলে আমরা বলেছি, এই ধরনের ত্রুটি কারো পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নিকটস্থ বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমরা কিছু নাম্বারও দিয়েছি,„ বলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মি. অমিত। এই সরকারের মেয়াদ শেষে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে অন্তত ১০ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। ”আজকে বিদ্যুৎ বিভাগ যে সংকটে নিমজ্জিত, এটি হচ্ছে ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে ভুল নীতির কারণে। এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেটা আমরা ইনহেরিট করছি, মাত্র সাড়ে চার মাসের সরকার। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে চাই, পরনির্ভরতা কমাতে চাই। রিনিউবেল এনার্জিতে ফোকাস করছি। আমরা আশাবাদী, এই সরকারের মেয়াদ শেষে আমরা অন্তত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবো বলে আশা করছি,„ বলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে অনেক বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে লিখিত-অলিখিত আলোচনা ছাড়া এখন স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া ইসির জন্য যৌক্তিক হবে না। তবে আমরা অক্টোবরকে সামনে রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে অক্টোবরে নির্বাচন হলে তার ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হবে। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির(আরএফইডি) ফল উৎসবে এ কথা বলেন তিনি। মি. মাছউদ বলেন, ”স্থানীয় সরকারের সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে চিঠি দিয়ে বলবো দ্রুত সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করার জন্য।„ স্থানীয় সরকারের সব প্রতিষ্ঠান শূন্য আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ খালি পড়ে আছে। তবে একটা নির্বাচন আরেকটা নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি জানান, ”পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা উপজেলা পরিষদে পদাধিকার বলে সদস্য হন। তাই পৌরসভা ও ইউপি নির্বাচন না হলে উপজেলা পরিষদ গঠন করা যায় না, তাই এটা পরে করতে হবে। তবে সিটি করপোরেশন আলাদা।„ কোন নির্বাচনে আগে হবে, এ বিষয়ে মি. মাছউদ বলেন, নির্বাচন হয়ে যাবে। সব প্রতিষ্ঠান খালি আছে। আইনের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। এখন সব নির্বাচন একত্রে আসছে, তাই আইনের বাধ্যবাধকতা পালন ওইভাবে সম্ভব হবে না। তবে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছি, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে সব নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারি। এক্ষেত্রে কোন নির্বাচন আগে হবে, সে সিদ্ধান্ত দিতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারেন ইউপি ও পৌরসভা থেকে নির্বাচন শুরু হওয়া বাস্তবক্ষেত্রে অধিক যৌক্তিক। অন্যদিকে সিটি করপোরেশন তো প্রশাসক দিয়ে চলছে, বলেন মি. মাছউদ। অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করার প্রস্তুতি ইসি শুরু করেছে বলে উল্লেখ করেন এই নির্বাচন কমিশনার। মি. মাছউদ বলেন, ”আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি, পেছানো যায়, কিন্তু আগানো অসম্ভব। যেহেতু বহুলোকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অক্টোবরে নির্বাচন হবে, এমন মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে অন্য সব প্রস্তুতি ইসি গ্রহণ করছে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

মৌসুমি স্থল নিম্নচাপের কারণে চার সমুদ্রবন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত

উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমি স্থল নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র বন্দরগুলো, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোতে দুই নম্বর নৌ-হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পৃথক দুইটি পূবাভাসে এই তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক স্বাক্ষরিত সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতির এক পূর্বাভাসে উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমি নিম্নচাপটি উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে দক্ষিণ ঝাড়খন্ড ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা এলাকায় মৌসুমি স্থল নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ু চাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। এর প্রভাবে সমুদ্র বন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া

অধিদপ্তর। একইসঙ্গে, চট্টগ্রামসহ চারটি সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়ার আরেকটি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলগুলোর নদীবন্দরগুলোকে এক নম্বর পুনরায় এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এসব এলাকার ওপর দিয়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কি. মি. বেগে বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র পশ্চিম বা উত্তর- পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কি. মি. বেগে বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

চার বিভাগে অতিভারী বর্ষণের আভাস, ভূমিধসের শঙ্কা

সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই চার বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এক সতর্কবার্তায় এ কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে, ”সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ দুপুর ২টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ থেকে ৮৮ মি. মি থেকে অতি ভারী অর্থাৎ একই সময়ে ৮৮ মি. মি. এর বেশি বর্ষণ হতে পারে।„ ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বস হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইরাকে আলী খামেনির জানাজায় অংশ নেবেন পেজেশকিয়ান, গালিবাফ এবং তার বড়ো ছেলে

ইরানের কোমে জানাজা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার দেশটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মরদেহ বহনকারী কফিন নাজাফে স্থানান্তর করা হবে। দেশটির মেহর নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলী খামেনির বড়ো ছেলে মোস্তফা খামেনি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফও আগামীকাল নাজাফ সফরে যাবেন। একইসঙ্গে ইরাকে অনুষ্ঠিতব্য এই জানাজা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বুধবার ইরাকের কারবালা ও নাজাফ শহরে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির আরেকটি জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার মাশহাদের ইমাম রেজা মাজারে দাফন করা হবে ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই নেতার মরদেহ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

শ্রীলঙ্কায় নেগোম্বো কারাগারে বন্দিদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন নিহত

শ্রীলঙ্কার পশ্চিমাঞ্চলে একটি কারাগারে বন্দিদের দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে চারজন কারারক্ষী এবং একশজনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। কলম্বোর উত্তরে অবস্থিত উপকূলীয় শহর নেগোম্বোর কারাগারে বন্দিদের দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে সহিংসতা চলে দু-দিন ধরে। অভিযোগ উঠেছে, রোববার বন্দিরা কারাগারের বন্দুক লুট করে। ওইদিন দু-জন নিহত এবং ডজনখানেক মানুষ আহত হন। পরে পুরুষ বন্দিদের কয়েকটি দল এবং পাশের ইউনিটের নারী বন্দিরা মুক্তির দাবিতে কারাগারের ছাদে উঠে পড়েন। সোমবার বন্দিরা কারাগারের গেট দিয়ে জোরপূর্বক বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং কারাগারের ভেতর থেকে বেশ কিছু গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কারাগারের ভেতরে মাদক পাচারের তথ্য একজন বন্দি ফাঁস করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আহতদের কয়েকজনকে নেগোম্বো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পরিচালক এএফপি নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন, কয়েকজনের শরীরে গুলির ক্ষত রয়েছে, আবার কারো কারো শরীরে কাটা-ছেঁড়া ও মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্য আহতদের কলম্বো ন্যাশনাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের বরাত দিয়ে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনা চলাকালীন কারাগারের ছাদের একটি অংশ ধসে পড়ায় সেখানে থাকা কয়েকজন নারী বন্দি আহত হয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

তেহরানে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ শোকযাত্রা, আজাদি স্কয়ারের পথে শহীদ নেতার কফিন

ইরানের রাজধানী তেহরানের রাজপথ পরিণত হয়েছে শোক, শ্রদ্ধা ও আবেগের এক অভূতপূর্ব জনসমুদ্রে। ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর পবিত্র দেহ-মুবারক বহনকারী শোকযাত্রা রাজধানীর আজাদি স্কয়ারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাখো মানুষের ঢলে রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইরানের কর্মকর্তারা এই কর্মসূচিকে দেশটির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো জনসমাবেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সকাল

৬টায় আজাদি স্ট্রিট ও ইয়াদেগারে ইমাম মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থিত মাহদিয়া ইমাম হাসান (আ.) এলাকা থেকে মূল শোকযাত্রা শুরু হয়। শোক মিছিলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল শহিদ নেতার কফিন, যার সঙ্গে বহন করা হচ্ছে তার পরিবারের আরও কয়েকজন শহিদ সদস্যের মরদেহ। এর মধ্যে রয়েছেন তার কন্যা সাইয়্যেদাহ বুশরা হোসাইনি-খামেনেয়ী, জামাতা ড. মেসবাহ-উল-হোদা বাকিরী-কানি, পুত্রবধূ জাহরা হাদ্দাদ-আদেল এবং ১৪ মাস বয়সি নাতনি জাহরা মোহাম্মদী গোলপায়েগানি। তারা সবাই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের প্রথম দিন শহীদ হন। প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই শোকযাত্রার পথ নির্ধারণ করা হয়েছে তেহরানপার্স চৌরাস্তা, দামাভান্দ সড়ক, ইমাম হোসেইন (আ.) চত্বর, ইনকিলাব সড়ক ও চত্বর, আজাদি সড়ক ও চত্বর এবং মেহরাবাদ বিমানবন্দরের নিকটবর্তী শহিদ লাশকারি মহাসড়ক পর্যন্ত। আয়োজকদের ধারণা, এই ঐতিহাসিক শোকযাত্রা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। প্রধান সড়কের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব মোড় ও সংযোগপথকেও শোকযাত্রার অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইমাম খোমেনি মোসাল্লা জনসমুদ্র

কালো পোশাকে সজ্জিত শোকাহত নারী-পুরুষের হাতে ছিল ইরানের জাতীয় পতাকা, শহিদ নেতার প্রতিকৃতি, কালো শোক-পতাকা এবং প্রতিশোধের প্রতীক লাল পতাকা। তারা বুক চাপড়ে মাতম করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন এবং শোকগাঁথা পাঠের মাধ্যমে প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যানার ও পোস্টারে শহিদ খামেনেয়ীর নেতৃত্ব, সংগ্রাম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। শোভাযাত্রা জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ এবং শহিদ নেতার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের স্লোগান। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত মানুষের পাশাপাশি বিদেশি অতিথিরাও এই ঐতিহাসিক বিদায় যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত অসংখ্য মাওকেব ও স্বেচ্ছাসেবী সেবাকেন্দ্র শোকাহতদের জন্য খাবার, পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করেছে।

এর আগে, রোববার আয়াতুল্লাহ জাফর সোবহানি শহিদ নেতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। শহিদ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, তাজিকিস্তান ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল তেহরানে উপস্থিত হয়েছে। তেহরানের এই কর্মসূচি শেষে মঙ্গলবার পবিত্র নগরী কোম-এ জানাজা ও শোকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার ইরাকে নাজাফ ও কারবালায় বিশেষ বিদায় ও জানাজার আয়োজন করা হয়েছে। সবশেষে, শহিদ নেতার ওসিয়ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মাশহাদ-এ জানাজা শেষে তাকে ইমাম রেজা (আ.)-এর পবিত্র মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

শহিদ নেতার উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে যাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী : সাইয়ারি

ইরানের সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র কমান্ডার বলেছেন, ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী-এর উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে যাবে দেশটির সশস্ত্র বাহিনী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে অর্জিত সামরিক শক্তিকে আরও সুসংহত ও বিকশিত করা হবে। ইরানের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এবং ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (সমন্বয় বিভাগের সহ-অধিনায়ক) রিয়ার অ্যাডমিরাল হাবিবুল্লাহ সাইয়ারি বলেছেন, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর নেতৃত্বই ছিল ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বিকাশ, আধুনিকায়ন এবং প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। শহিদ নেতার জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শোকাহত মানুষের জন্য স্থাপিত সেনাবাহিনীর একটি আবাসন কেন্দ্রে সফরকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সাইয়ারি বলেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী তাদের সব অর্জনের জন্য আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কাছে ঋণী। তিনি বলেছেন, ”আজ আমরা যা কিছু অর্জন করেছি, সবই আমাদের শহিদ নেতার দিক-নির্দেশনার ফল। আর এখন থেকে তার পবিত্র রক্তের বরকতেই আমরা এগিয়ে যাব।„ তিনি আরও বলেছেন, ”আমরা আমাদের শহিদ নেতার উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে যাব। এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও দায়িত্ব।„

সাইয়ারি আরও বলেন, সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ আগ্রাসনের পর শত্রুর প্রকৃতি সম্পর্কে ইরানের উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দেশটির সামরিক সক্ষমতাও ধারাবাহিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই তেহরানে তার কার্যালয়ে হামলায় ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী শাহাদাতবরণ করেন। এই আগ্রাসনের জবাবে ইরান ব্যাপক পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানায়। এর মধ্যে ছিল অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় হামলা এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। ইরানের কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন, ইসলামী বিপ্লবের নেতার হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ নৌ মহড়া ও টহলের ঘোষণা দিয়েছে চীন

চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রবিবার জানিয়েছে যে , দেশটির নৌবাহিনী এই মাসে পূর্বাঞ্চলীয় শহর ছিংতাও -এর নিকটবর্তী জলসীমা ও আকাশসীমায় তাদের রুশ প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটি যৌথ মহড়া পরিচালনা করবে। ম ন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই মহড়ার লক্ষ্য হলো যৌথভাবে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পাশাপাশি আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। মহড়ার পর উভয়পক্ষের কিছু বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে একটি যৌথ সামুদ্রিক টহল পরিচালনা করবে বলে মন্ত্রণা লয় আরও জানায়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে , এই মহড়ায় অংশগ্রহণকারী জাহাজগুলোর মধ্যে চীনের গাইডেড -মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ও একটি সাবমেরিন এবং রাশিয়ার একটি গাইডেড-মিসাইল ক্রুজার ও একটি সাবমেরিন রয়েছে। উভয়পক্ষ যৌথভাবে গোয়েন্দা নজরদারি , ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক হামলা অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ মহড়া চালাবে। দুই দেশের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট জাহাজ পরিদর্শনেও অংশ নেবেন। ২০১২ সাল থেকে দেশ দুটি প্রায় প্রতি বছর যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করে আসছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ধসে কক্সবাজারে মৃত আট রোহিঙ্গা

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে পাহাড়ধসে নারী-শিশুসহ অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে বালুখালী, কুতুপালং ও জামশিয়া আশ্রয়শিবিরের চারটি স্থানে পৃথকভাবে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ধসে মাটিচাপা পড়ে আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন আশ্রয় শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন), ফায়ার সার্ভিস ও রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীরা। পাহাড়ধসে আটজনের মৃত্যুর বিষয়টি উখিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা ডলার ত্রিপুরা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের কারণে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় আরও পাহাড়ধসের শঙ্কা রয়েছে। আশ্রয় শিবিরের অনেক রোহিঙ্গা পাহাড়ের ঢালুতে বসবাস করেন। কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ মো. আবদুল হান্নান বলেন, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। আরও দুইদিন প্রবল থেকে অতি প্রবল বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। রোহিঙ্গা নেতা আকতার কামাল বলেন, রাত দেড়টার দিকে জামতলী আশ্রয় শিবিরের (ক্যাম্প-১৫) ডি-৬ ব্লকে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। পাহাড়ের খণ্ড ধসে রোহিঙ্গা নাগরিক কামাল হোসাইনের বসতঘরের ওপর চাপা দেয়। এ সময় ঘুমিয়ে থাকা কামাল হোসাইন (৪৪), তার স্ত্রী হুমায়রা বেগম (৩৯) এবং ছেলে মোহাম্মদ আনাসের (৪) মৃত্যু হয়। গভীর রাতে ফায়ার সার্ভিস ও রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীরা মাটি সরিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেন। ওই পরিবারের আরও দু-জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাত ২টার দিকে কুতুপালং আশ্রয় শিবিরের (ক্যাম্প-৭) ডি-৭ ব্লকে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। এ সময় মো. একরাম (৭) নামে এক শিশুর মারা গেছে। সে ওই আশ্রয় শিবিরের বাসিন্দা রশিদ উল্লাহর ছেলে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রনি)

ভারতে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে দেশে ফিরলেন ৫০ বাংলাদেশি

ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফিরেছেন ৫০ বাংলাদেশি। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে তারা বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশে ফেরেন। তখন দুই দেশের পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও মানবাধিকার সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৪ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী। তাদের বাড়ি যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকার গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ সুরক্ষা, পানিদূষণ রোধ এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার (৬ জুলাই) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন। গুলশান -বনানী-বারিধারা-নিকেতন এলাকার ভবনগুলোর পয়োনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা যাচাই এবং লেক দূষণমুক্ত করার সার্বি ক কার্যক্রম নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভার বরাতে প্রধানমন্ত্রীর উপ -প্রেস সচিব হাসান শিপলু জানান , সভায় প্রধানমন্ত্রী লেকের বর্জ্য অপসারণ , পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সমন্বিতভাবে কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান , লেক দূষণমুক্ত করতে স্বল্প , মধ্য ও

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে যে -সব ভবনের পয়োবর্জ্য সরাসরি লেকে গিয়ে পড়ছে , তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সভায় গুলশান -বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ রক্ষায় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) স্থাপনের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করে আলোচনা হয়। এছাড়া লেক ও এর সঙ্গে সংযুক্ত খালগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, বর্জ্য অপসারণ এবং পানিপ্রবাহ সচল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। কড়াইল বস্তির বর্জ্য যেন সরাসরি লেকে না পড়ে , সেজন্য কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া যায় , তা নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানান উপ-প্রেস সচিব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান ও সেসব প্রতিষ্ঠানকে আরও গতিশীল করতে তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সমাধানযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৩টায় সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর , নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ , বিএসটিআই এবং সিটি করপোরেশনসহ মাঠপর্যায়ে ভেজালবিরোধী অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় এ নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। বিষয়টি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ , জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনিকে সদস্য করে তিন সদস্যের এ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর , নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং বিএসটিআইয়ের কর্মকর্তারা ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি , উন্নতমানের ল্যাবরেটরি স্থাপন , মাঠপর্যায়ে কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বিভিন্ন সিন্ডিকেট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করেন তারা। একইসঙ্গে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা বাড়ানোরও দাবি জানান কর্মকর্তারা। প্রধানমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। এজন্যই তিন সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমস্যা থাকবেই। তারপরও সেই সমস্যার মধ্যদিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। পৃথিবীর অনেক দেশ একসময় আমাদের চেয়েও অনুন্নত ছিল , অথচ আজ তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। সবাই একসঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করলে সেটি অবশ্যই সম্ভব। দেশের স্বার্থে সবাইকে আরও দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে হবে। „ জনসচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী গুলশান লেকের ব্যবস্থাপনার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন , "আমাদের অনেক লেকই আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য , এসব আবর্জনা সমাজের শিক্ষিত মানুষরাই ফেলছেন। যাদের সচেতন হওয়ার কথা, অনেক সময় তারাই সচেতন হন না। দেশকে পরিবর্তন করতে হলে শুধু সরকারের উদ্যোগ নয় , নাগরিকদেরও সদিচ্ছা ও দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন। সবাইকে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইএপিবির প্রধান নির্বাহীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেসের (আইএপিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পিটার হল্যান্ড। সোমবার (৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন , অন্ধত্ব প্রতিরোধ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা হ্রাস এবং এ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় সাক্ষাতে। এ সময় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিতও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন এসব তথ্য জানিয়েছেন। পরে বাংলাদেশ সচিবালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত এবং আইএপিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পিটার হল্যান্ড বৈঠকের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়া। সোমবার (৬ জুলাই) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন এ তথ্য জানান। এই সময় সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদের একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন সৌদি রাষ্ট্রদূত। এছাড়া দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের উপ-রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

খাগড়াছড়িতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত৩

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে দুর্বৃত্তের গুলিতে তিন জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (৬ জুলাই) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার পূজগাং ইউনিয়নের মধুমঙ্গল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আঞ্চলিক সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীকে সৌদি সফরের আমন্ত্রণ মোহাম্মদ বিন সালমানের

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ। সোমবার (৬ জুলাই) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুবরাজের আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির জানান, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বাংলাদেশ সফরেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সৌদি সফরের সময়সূচি দুই দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে বলে জানান তিনি। বৈঠকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ঢাকায় সৌদি আরবের উপ-রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আবদুল্লাহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

সব নাগরিককে ডিজিটাল সেবার আওতায় আনতে হবে দপ্তর প্রধানদের অর্থমন্ত্রী

দেশের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, কৃষক, শ্রমিকসহ সবাইকে ডিজিটাল সেবার আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক বাদ যাবে না বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সোমবার (৬ জুলাই) সচিবালয়ের অর্থ বিভাগের মাল্টিপারপাস হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৫-২৬, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থার প্রধানদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, "দেশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, উইদাউট ওয়েস্টিং এ মোমেন্ট, সমস্ত দেশকে ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা চাই, বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, কৃষক, শ্রমিক সবাইকে এর আওতায় আসতে হবে। এটার আউটরিচ (সেবা পৌঁছে দেওয়া) মাস্ট বি অল দ্য সিটিজেনস অব বাংলাদেশ। অল দ্য সিটি- আমি যখন বলি অল দ্য সিটিজেনস, উই মিন অল দ্য সিটিজেনস। সেজন্য আপনারা বাজেটে খেয়াল করেছেন, আমাদের অ্যালোকেশনে কিন্তু এভরিবডি ওয়াজ ইনক্লুডেড, এভরিবডি, কেউ বাকি নাই। আর্টিস্ট, সিঙ্গার কেউ তো বাকি নেই। গ্রামে যে একজন ওই যে আর্টিস্ট যারা আছে, তারাও কিন্তু বাকি নাই। এভরিবডি ইজ ইনক্লুডেড।„ তিনি বলেন, "এই ইনক্লুসিভনেস আপনি খালি অর্থনীতিতে আনলে হবে না। এই যে মানুষের দুয়ারে সার্ভিস পৌঁছানোর ব্যাপারে- ব্যাপার করতে হবে আপনাদের। তাহলে কিন্তু এগুলো এগোনোর কোনো সুযোগ নাই। প্রত্যেকটি মানুষকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বলেন, রাজনীতি বলেন, সমাজ বলেন- কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হলে টেকনোলজির কোনো অল্টারনেটিভ নেই এই মুহূর্তে।„ ডিজিটাল রূপান্তরে বিশ্বের শীর্ষ দেশ এস্তোনিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল সেখানে সফরে রয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, "বর্তমানে আমাদের একটি টিম, আমাদের আইসিটি অ্যাডভাইজারসহ একটি টিম এস্তোনিয়ায় আছে। আর তারা গভর্নরসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের। অনেকে ভাববেন, এস্তোনিয়ায় কী কাজ? এস্তোনিয়া ইজ নাম্বার ওয়ান রাইট নাও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যামেজিং! অনেকে বিশ্বাস করবেন না এটা। নাম্বার ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তাদেরকে সবাই ইমিউলেট করছে। আমাদের একটা টিম সেখানে গিয়েছে, আইসিটি অ্যাডভাইজার, গভর্নর এবং অন্যরা গেছে। মানে এটার গুরুত্ব এত বেশি আমরা মনে করছি এই মুহূর্তে। একটা দিনও এখানে আর নষ্ট করার সময় নাই আমাদের।„ ডিজিটাল সেবার প্রসার বাড়াতে ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি বলছি, ব্যাংককে ব্যাংকারদের জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা সার্ভিস দিচ্ছেন, আপনাদের কত পার্সেন্ট - কতজন আপনাদের কাস্টমারের কত পার্সেন্টেজ এই সেবাটা নিচ্ছে? আমি মনে করি, এখনও এই সেবা যারা নিচ্ছে যথেষ্ট না।„

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে ফের বিক্ষোভের ঘোষণা গ্রাহক ফোরামের

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সৎ, যোগ্য ও পেশাদার ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন এবং ব্যাংকের প্রকৃত মালিকদের কাছে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আবারও বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে সচেতন গ্রাহক ফোরাম। একইসঙ্গে ব্যাংক থেকে লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধার, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। সোমবার (৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর দিলকুশায় ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার চত্বরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরা হয়।

এতে সচেতন গ্রাহক ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক নুরুন্নবী মানিক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় সদস্য সচিব মোতাছিম বিল্লাহসহ বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক নুরুন্নবী মানিক বলেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি শুধু একটি ব্যাংক নয়, এটি কোটি কোটি গ্রাহকের আস্থা, দেশের প্রথম শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক এবং জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের বড়ো একটি অংশ এ ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, গত ২৪ মে থেকে গ্রাহকরা ধারাবাহিকভাবে মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদান, সংবাদ সম্মেলন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে ব্যাংকের সুশাসন, স্থিতিশীলতা ও গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছেন। একইসঙ্গে সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খানকে পুনর্বহাল করে গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বানও জানানো হয়েছে। সংগঠনটির দাবি, বাংলাদেশ ব্যাংক এখন পর্যন্ত শুধু সাবেক চেয়ারম্যান খুরশিদ আলমকে প্রত্যাহার করেছে এবং ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১৮/ক ধারা বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হলেও, তা এখনো আইনে পরিণত হয়নি। তবে তারল্য সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় গ্রাহকদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে উল্লেখ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম তাদের সাত দফা দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে - সৎ ও পেশাদার পরিচালনা পর্ষদ গঠন, প্রকৃত মালিকদের কাছে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া, ব্যাংক লুটেরাদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধার ও দায়ীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১৮/ক ধারা বাতিল এবং ইসলামী ব্যাংক নিয়ে জাতীয় সংসদে দেওয়া বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রত্যাহার।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

চীনে বাংলাদেশের রপ্তানিতে বড়ো লাফ

দেশের সামগ্রিক রপ্তানি আয় কমলেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চীনের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিতে বড়ো উল্লম্ফন হয়েছে। সদ্য বিদায়ি অর্থবছরে চীনে রপ্তানি বেড়ে ৮২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৮ দশমিক ২৪ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা যায়, গত পাঁচ অর্থবছরের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানি ছিল ৬৮৩ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৮২১ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে মোট ১৩৮ মিলিয়ন ডলার বা ২০ দশমিক ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার থেকে শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ কম। বিশ্লেষকদের মতে, চীনের বাজারে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, শুল্ক-সুবিধার কার্যকর ব্যবহার, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন ক্রেতা যুক্ত হওয়ায় এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া রপ্তানিকারকদের মানোন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

১১ জুলাইয়ের মধ্যে সব ক্লিনিকে লেবার রুম স্থাপন না করলে লাইসেন্স বাতিল

অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন করার প্রবণতায় লাগাম টানতে আগামী শনিবারের (১১ জুলাই) মধ্যে দেশের সব বেসরকারি ক্লিনিকে লেবার রুম স্থাপন করতে বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল। কোনো ক্লিনিক এ নির্দেশনা না মানলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী। সোমবার (৬ জুলাই) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেন, দেশে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশনের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে দেশের একটি শ্রেণি অতিমাত্রায় মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। মানুষের কল্যাণ বা দেশের স্বার্থের চেয়ে অর্থ উপার্জনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, একসময় দেশে অধিকাংশ সন্তান জন্ম হতো স্বাভাবিক প্রসবের (নরমাল ডেলিভারি) মাধ্যমে। গ্রামাঞ্চলে অভিজ্ঞ দাইয়ের সহায়তায় নিরাপদে সন্তান প্রসবের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। এখন স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটলেও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ানের প্রবণতা বেড়েছে। মন্ত্রীর দাবি, গর্ভাবস্থার শুরুতে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনেক ক্ষেত্রে দালালচক্র ও কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন জটিলতার ভয় দেখায়। 'অপারেশন না করলে মা কিংবা সন্তান বাঁচবে না,- এমন আশঙ্কা তৈরি করে সিজারিয়ানের সিদ্ধান্তে বাধ্য করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই মা ও সন্তানের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নিতে না চাওয়ায় পরিবারগুলো এই ফাঁদে পা দেয়। তিনি বলেন, কিছু বেসরকারি ক্লিনিক ও দালালচক্র গর্ভবতী নারীদের নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে সিজারিয়ান করাতে উদ্বুদ্ধ করছে। এই অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা মানুষের কাছে আল্লাহর পর সবচেয়ে বড়ো ভরসার জায়গা। তাই চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতার বিষয়টি আরও শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

শত কোটি টাকার বাজেটেও আঁধার কাটে না বাকৃবিতে

প্রতি বছরের মতো এবারও দেশের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ আর্থিক বরাদ্দ পেয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। কৃষিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবার সরকারের বিনিয়োগ প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। বছরের পর বছর সর্বোচ্চ বাজেট আসার পরও পূরণ হয় না শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় চাহিদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অপ্রাপ্তি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন অনুষদের একাধিক শিক্ষার্থী। বিশেষ করে সড়কবাতির অপর্যাপ্ততা, নিরাপত্তা সংকট, পরীক্ষাকক্ষে আসনের অব্যবস্থাপনা নিয়ে নিজেদের ভোগান্তি তুলে ধরেছেন তারা। সড়কবাতির অপর্যাপ্ততার ব্যাপারে পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী রেজোয়ান হোসেন বলেন, টিউশনি করার জন্য দেখা যায়, বেশ রাত করে হলে ফিরি। সেক্ষেত্রে দেখা যায় জব্বারের মোড় থেকে আমাদের সোহরাওয়ার্দী হলের রাস্তা অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। ওইসব জায়গায় বহিরাগত মানুষের আনাগোনা বেশি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে চুরি - ছিনতাইজনিত ভয় কাজ করে। পরীক্ষাকেন্দ্রে বসার অব্যবস্থাপনা নিয়ে কৃষি অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফিয়া মোবাশ্বিরা বলেন, আমাদের সব ফাইনাল পরীক্ষা করিম ভবনে হয়, যেখানে আমাদেরকে কাঠের হাতল লাগানো একটি চেয়ার দেওয়া হয়। হাতলের ওই অংশটুকুতেই পরীক্ষার খাতাসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি রাখতে হয়, যেখানে সম্পূর্ণ খাতাটি রাখাই কষ্টসাধ্য। অন্য জিনি সপত্র কিছুই রাখতে পারি না। বার বার কলম ও প্রশ্নপত্র পড়ে যায় এবং এগুলোতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

২৪ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেও চট্টগ্রামে নেই বড়ো ধরনের জলাবদ্ধতা

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৮ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। তবে টানা ও ভারী বৃষ্টির পরও নগরের কোথাও উল্লেখযোগ্য জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়নি বলে জানি য়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)। সোমবার (৬ জুলাই) দুপুর ১২টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টির তথ্য প্রকাশ করে পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস। পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ সুমন সাহা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় পতেঙ্গায় ১২৮ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সমুদ্রবন্দরগুলোতে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত বহাল রয়েছে। একইসঙ্গে ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগে ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, টানা বৃষ্টির পরও নগরের বিভিন্ন এলাকার খাল, নালা ও ড্রেন দিয়ে দ্রুত পানি নিষ্কাশন হওয়া য় যান চলাচল ও জনজীবনে বড়ো ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি। পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জলাবদ্ধতামুক্ত চট্টগ্রাম গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা -কর্মচারীরা দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। খাল, নালা ও ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা দ্রুত অপসারণ এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের কারণেই টানা দুই দিনের বৃষ্টির পরও নগরীতে কোনো উল্লেখযোগ্য জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিগত সরকার বিদ্যুৎ খাতে ৫৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখে গেছে

বিগত সরকার বিদ্যুৎ খাতে ৫৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখে গেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ”বর্তমানে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন বেসরকারি কোম্পানির হাতে, আবার সেটি উচ্চমূল্যে কেনা হয়েছে। বিগত সরকার বিদ্যুৎ খাতে ৫৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখে গেছে। এখন এই বকেয়া পরিশোধ করা, আবার (বিদ্যুতের) ঘাটতি পূরণ করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে।„ সোমবার (৬ জুলাই) `জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০২৬-২০৩০), নিয়ে আয়োজিত নাগরিক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিদ্যুৎমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এ সংলাপের আয়োজন করে। ইকবাল হাসান মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ”সব মিলিয়ে যে আর্থিক অব্যবস্থা করে গেছে বিগত সরকার, তার জন্য আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এখন বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকেও জ্বালানি আমদানি করতে হয়, আমরা বকেয়া পরিশোধ না করলে তারা জ্বালানি কিনতে পারে না, জ্বালানি কিনতে না পারলে কেন্দ্র বন্ধ থাকে। বিগত সরকার অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পের কাজ করে গেছে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৩ জন গ্রেফতার, মামলা ৬০

রাজধানীতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৬০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) ডিএমপির অতিরিক্ত উপ -পুলিশ কমি শনার (মিডিয়া) নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তিনি জানান, গ্রেফতারদের মধ্যে রমনা বিভাগ ২০ জন, লালবাগ বিভাগ ২১ জন, ওয়ারী বিভাগ ৪৯ জন, মতিঝিল বিভাগ ৬৩ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৫০ জন, মিরপুর বিভাগ ৬৯ জন, গুলশান বিভাগ ৪১ জন, উত্তরা বিভাগ ৪২ জন ও গোয়েন্দা বিভাগ ৮ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ৮৬ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা, ৭ হাজার ৯৭৭ পিস ইয়াবা, ৫টি চাকু, ১টি কাঁচি, ২ টি এসএস পাইপ ও ৩ টি লাঠি উদ্ধার করা

হয়। রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিএমপির বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলে জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই শিক্ষার্থীদের হাতে বই দিতে চাই: শিক্ষামন্ত্রী

স্কুলে সাধারণত নভেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ডিসেম্বরে। আর নতুন শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হয় জানুয়ারিতে। কিন্তু পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণে মার্চ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এবার ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে সরকার নতুন বই তুলে দিতে চায়। সেজন্য নভেম্বর মাসের মধ্যেই বই ছাপা ও বিতরণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তু তি রাখতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্দেশনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনো অজুহাত চলবে না। সোমবার (৬ জুলাই) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত সভা শেষে গণমাধ্যমকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

পাহাড়ধসের শঙ্কা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরে যেতে মাইকিং

টানা বৃষ্টিপাতের কারণে রাঙামাটিতে পাহাড়ধসের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে পাহাড়ের ঢালে বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে মাইকিং করছে জেলা প্রশাসন। সোমবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে রাঙামাটিতে থেমে থেমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। এতে জেলা শহরের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ধসে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বা নিকটস্থ নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। রাঙামাটি আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে , সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৪০ দশমিক ৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রাঙামাটি সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আসলাম সারোয়ার জানান, শহরের শিমুলতলী, রূপনগরসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ইতোমধ্যে মাইকিং করা হয়েছে। এসব এলাকায় পাহাড়ের ঢালে সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করেন। তবে দুপুর পর্যন্ত প্রশাসনের খোলা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবা আশ্রম আশ্রয়কেন্দ্রে কেউ আশ্রয় নিতে আসেননি। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী , রাঙামাটি শহরে ১১টিসহ পুরো জেলায় মোট ৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সার্বক্ষণিক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, দেশীয় উৎপাদনে জোর দিচ্ছে সরকার

ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে ঘোলাটে পরিস্থিতিতে বিগত কয়েক মাসে খুব ভালোভাবেই জ্বালানি সংকট টের পেয়েছে বাংলাদেশ। আর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এবার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাচ্ছে বিএনপি সরকার। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণ এবং ব্যয়বহুল তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানের তৎপরতা শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। সম্প্রতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে এই খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করতে দীর্ঘদিন পর নতুন অফশোর বিডিং রাউন্ড বা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে সরকার তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধি, দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো , পরিশোধন সক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং আমদানির উৎস বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান , প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদনে অনশোর (স্থলভাগ) এবং অফশোর (সমুদ্রাঞ্চল) উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) সক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে। সরকারি তথ্য বলছে , বাংলাদেশের আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ২৯ দশমিক ৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)। এর মধ্যে প্রায় ২২ দশমিক ১১ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। অবশিষ্ট মজুত রয়েছে প্রায় ৭ দশমিক ৬৩ টিসিএফ, যা বর্তমান উৎপাদন হারে আরও প্রায় এক দশকের কিছু বেশি সময় দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বাস্তবতায় নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিলো সরকার। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত উল্লেখযোগ্যভাবে আমদানিনির্ভর। সরকারি তথ্য অনুযায়ী , দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। পাশাপাশি মোট গ্যাস চাহিদার প্রায় ৩৪ শতাংশ পূরণ করা হচ্ছে এলএনজি আমদানির মাধ্যমে। এলপিজির প্রায় পুরো চাহিদাই আমদানিনির্ভর। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা সরবরাহ বিঘ্নিত হলে দেশের জ্বালানি খাত চাপের মুখে পড়ে। পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, দেশীয় গ্যাস

অনুসন্ধানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের কার্যক্রমও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলার চলমান কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার কর্মসূচির আওতায় ২৬টি কূপে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ মেয়াদে ৬৯টি নতুন কূপ খনন এবং ৩১টি কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে দুটি নতুন এক্সপ্লোরেশন রিগ সংগ্রহের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ২৭০ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ , ৭০০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক (২ডি) সিসমিক জরিপ এবং ৭০০ বর্গকিলোমিটার ত্রিমাত্রিক (৩ডি) সিসমিক জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। অনুসন্ধান কার্যক্রমে কিছু দৃশ্যমান অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বাপেক্স ব্লক-৭ ও ব্লক-৯ এলাকায় প্রায় ৩৬০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি সিসমিক ডাটা সংগ্রহ সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় প্রায় ১ হাজার ৪৫০ বর্গকিলোমিটার থ্রিডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

জামালপুরে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় রাতে এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত। সোমবার (৬ জুলাই) বিকেল ৩টায় জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মো. রাশেদুর রহমান ওরফে পাপ্পু (৩০), মো. বিজু মিয়া (৩৬), মো. বাদশা মিয়া (৩৫), মো. জুয়েল মিয়া (৩৫), মো. আশরাফুল ইসলাম (৪০), জসিম (৩৫) ও আসমত (৩৮)। অন্যদিকে , আসামি মো. ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দেওয়া হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক বলেন, ২০২৫ সালের ২৫ মে রাতে আসামিরা বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষীয়া এলাকায় এক গৃহবধূকে অপহরণ করে একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। পরে ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে বকশীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটিতে মোট ৯ জন সাক্ষীর মধ্যে ৭ জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এছাড়া চিকিৎসা প্রতিবেদন , আলামত ও অন্যান্য উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত ৭ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড এবং এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দিয়েছেন। অন্যদিকে , আসামি মো. ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস দিয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষ এ রায়ে সন্তুষ্ট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

ইউনিয়ন ও পৌরসভায় অক্টোবরে ভোটের আয়োজন চলছে : ইসি

আগামী অক্টোবরে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি জানান , শিগ্‌গির সরকারের সঙ্গে আলোচনা শেষে স্থানীয় নির্বাচনের বিষয়ে সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে। সোমবার (৬ জুলাই) বিকেলে ইসি সচিবালয়ে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি- আরএফইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা জানান তিনি। সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতা চাওয়া হয়। সিটি করপোরেশন পর্যায়ে প্রশাসকের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান জানিয়ে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায় থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরুর আভাস দেন তিনি। এসময় জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কথা জানান ইসি সানাউল্লাহ। নির্বাচনের আচরণবিধি চূড়ান্ত করাসহ সীমানা নির্ধারণে সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে। জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন করতে তৎপর ইসি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

৪ বিভাগে দু-দিন অতিভারী বর্ষণের আভাস, ভূমিধসের শঙ্কা

দেশের চার বিভাগে দু-দিন ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একইসঙ্গে ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) সংস্থাটির ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে , সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ দুপুর ২টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় খুলনা , বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার) থেকে অতিভারী (১৮৮ মিলিমিটার) বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে। কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে টানা ভারী বর্ষণে পৃথক তিনটি পাহাড়ধসে আটজন নিহত হয়েছে। রোববার দিনগত রাতে উখিয়ার কুতুপালং , জামতলী ও বালুখালী ক্যাম্পে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার জানান , টানা বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ধসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকালও মাইকিং করে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি সবাইকে প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বান্দরবানে অতিবৃষ্টিতে আটকা কয়েকশ পর্যটক

অতিবৃষ্টির কারণে বান্দরবানের সাঙ্গু নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় থানচির তিন্দু , রেমাক্রী ও নাফাখুম এলাকায় কয়েকশ পর্যটক আটকে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সাঙ্গু নদী ভ্রমণে সতর্কতা জারি করেছে থানচি উপজেলা প্রশাসন। সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে থানচি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এলাকাটি দুর্গম ও নেটওয়ার্কবিহীন হওয়ায় আটকে পড়াদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে , ৫ জুলাই থেকে এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সাঙ্গু নদী ও আশপাশের ছোটো ছোটো পাহাড়ি ছড়ায় পানির প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে থানচির তিন্দু , রেমাক্রী ও নাফাখুম এলাকায় ভ্রমণে যাওয়া কয়েকশ পর্যটক আটকা পড়েছেন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় আপাতত তিন্দু, রেমাক্রী ও নাফাখুমে পর্যটক ভ্রমণ না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিন্দু নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বামং খিয়াং মিংলেন বলেন, তিন্দু বড়ো পাথর এলাকায় একটি বোট স্রোতে ডুবে গেছে। তবে এতে কোনো হতাহত হয়নি। থানচি পর্যটক গাইড সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ জানান, সাঙ্গু নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তিন্দু, রেমাক্রী ও নাফাখুম এলাকায় দেড়শ পর্যটক আটকা পড়েছেন। এর মধ্যে শুধু নাফাখুম এলাকায়ই সোমবার প্রায় ৭০ জন পর্যটক আটকা পড়েন। তাদের সঙ্গে থানচি পর্যটক গাইড সমিতির সভাপতিও রয়েছেন। বৃষ্টি কমে নদীর পানি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাদের ফিরে আসা সম্ভব হবে না। বান্দরবান আবহাওয়া অফিসের অফিসার ইনচার্জ সনাতন কুমার মন্ডল জানান , রোববার বিকেল ৩টা থেকে সোমবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত জেলায় ১৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর আগের দিন হয়েছে ২০ মিলিমিটার। এছাড়া আগামী দু-দিনও ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। থানচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল ফয়সাল বলেন, অতি বৃষ্টিতে সাঙ্গু নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় থানচি এলাকায় নদীপথে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে খবর পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

কিশোরগঞ্জে বাস ও গরুবাহী পিকআপের সংঘর্ষ প্রাণ হারালেন ৩ জন

ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের পাকুন্দিয়ায় গরুবাহী পিকআপ ভ্যান ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু-জন , যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এছাড়া, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা ছয়টি গরুরও মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে পাকুন্দিয়া উপজেলার সুখিয়া বাজারের ব্র্যাক ব্যাংকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার পুনদাই মাদরাসা এলাকার আবু সাঈদের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৫) , আবদুস ছোবহানের ছেলে খুরশেদ (৬০) ও একই এলাকার পিকআপ চালক খোকন (৩৯)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , দুর্ঘটনার শিকার বাসটি ঢাকা-কিশোরগঞ্জ রুটে চলাচলকারী ‘অনন্যা ক্লাসিক , পরিবহণের। ঘটনার সময় বাসটি ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ যাচ্ছিল। অন্যদিকে গরুবোঝাই তিনটি পিকআপ ভ্যান কিশোরগঞ্জ থেকে নরসিংদীর দিকে যাচ্ছিল , যার মধ্যে সামনে থাকা পিকআপটি বাসের সাথে ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনায় নিহতরা সবাই পিকআপ ভ্যানের যাত্রী। আহত দু-জন বাসের চালক ও সহযোগী (হেলপার)। খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান দুর্ঘটনার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

হাম উপসর্গে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ শিশুর মৃত্যু

হাম উপসর্গে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৬ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আরও ১১০৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ সব তথ্য জানানো হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হাম উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৪৮ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৩ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ সময়ে মোট ৭৪১ শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ১৫৯ শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে , আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৯৪৭। এই সময়ে ৮৯০ শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে , আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৪০ শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬ হাজার ৫৬৫ জন, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ৭৯১ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৮৯ হাজার ৭৩৪ রোগী, যাদের মধ্যে ৮৬ হাজার ৬২ জন ছাড়পত্র পেয়ে এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার রাজনীতি বিশ্বাস করেন না : চিফ হুইপ

প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রতিশোধপরায়ণ বা প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রতিশোধপরায়ণ বা প্রতিহিংসার রাজনীতি নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আইন প্রয়োগ ও শাস্তির বিধান কার্যকর রেখে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। সোমবার (৬ জুলাই) জাতীয় সংসদ ভবনে আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি সহযোগিতায় খসড়া বিষয়ে কূটনৈতিক মিশন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে আয়োজিত এক পরামর্শ সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। চিফ হুইপ বলেন, প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কেউ অপরাধ করলে অপরাধের ধরন ও গুরুত্ব অনুযায়ী তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। শাস্তির বিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশে প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি আরও বলেন, অতীতে বহু মানুষ স্বজন হারিয়েও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বাবা , ভাই কিংবা বোনের হত্যার বিচার পেতে অনেককে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বর্তমান সরকার সেই বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আইন সংস্কার প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন , একটি মানবিক , ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা ও গঠনমূলক মতামতকে সরকার স্বাগত জানায়। আইন ও নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং জীবনমান উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে আইনমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও অবদানের প্রশংসাও করেন চিফ হুইপ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

অবৈধ সংযোগে অটোরিকশা চার্জিং পিকআপ ভর্তি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জব্দ

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ও হাতিরঝিল এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চার্জিংয়ের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালিয়েছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগ। সোমবার (৬ জুলাই) ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ এ তথ্য জানায়। সূত্র জানায়, রোববার (৫ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টা থেকে সোমবার ভোর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ও হাতিরঝিল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় অবৈধ চার্জিংয়ের কাজে ব্যবহৃত এক পিকআপ ভর্তি বৈদ্যুতিক তার, মাল্টিপ্লাগ, সকেট এবং অন্যান্য অবৈধ সংযোগ সামগ্রী জব্দ করা হয়। অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) কর্মকর্তা ও কারিগরি দল অংশ নেয়। এ সময় বিদ্যুতের খুঁটি ও বিতরণ লাইন থেকে নেওয়া ৭টি মিটারসহ মোট ১২টি অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়া, চার্জিংয়ের কাজে ব্যবহৃত এক পিকআপ ভর্তি বৈদ্যুতিক তার, মাল্টিপ্লাগ, সকেট ও অন্যান্য অবৈধ সংযোগ সামগ্রী জব্দ করা হয়। ডিপিডিসির অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, ৪০টি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, যানজট নিরসন এবং নিরাপদ নগরী গড়ে তুলতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে বৈষম্য দূর করতে সরকার কাজ করছে

শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে বৈষম্য দূর করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ , জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীভূত অবকাঠামো ও সঞ্চালন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু এলাকায় সমস্যা থাকলেও, তা ধাপে ধাপে দূর করা হবে। অতীতের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বৈষম্য থাকলেও, তা ধাপে ধাপে দূর করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সোমবার (৬ জুলাই) রাজধানীর নবাব আব্দুল গণি রোডে বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে চলমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, সঞ্চালন নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং গ্রাহকসেবা উন্নয়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

খামেনির জানাজায় অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরেছেন স্পিকার

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা শহিদ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। রোববার (৫ জুলাই) রাত ১১টায় তিনি ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। গত ২ জুলাই তেহরানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন স্পিকার। তিনি তেহরানে ইরানের নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় জানাজা ও শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রদ্ধা

জ্ঞাপন করেন। তেহরানের গ্র্যান্ড মাসাল্লায় আয়োজিত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে নিহত আলী খামেনির বিদেহী আত্মার জন্য দোয়া করার পাশাপাশি স্পিকার ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানসহ উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষে শোকসন্তপ্ত ইরানি জাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন ও শোকবার্তা পৌঁছে দেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সম্প্রতি ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নে ইরানের স্পিকার গালিবাফের গঠনমূলক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইরানের স্পিকারকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

কে কী পেলেন, সে বিষয়টি বড়ো নয়, সবার আগে বাংলাদেশ : দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন , ব্যক্তিগত মান-অভিমান কিংবা পাওয়া না-পাওয়ার হিসাবের চেয়ে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করা, কৃষক-শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানো, বেকারত্ব দূর করা এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত করতে হবে। দুদু বলেন, এখন এমন একটি সময় এসেছে, যখন তারেক রহমানের নেতৃত্ব শক্তিশালী করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিমান বা কে কী পেলেন, সে বিষয়টি বড়ো নয়, সবার আগে বাংলাদেশ। দেশের স্বার্থে কোনো আপোশ করা যাবে না। সোমবার (৬ জুলাই) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ২০১১ সালে ৬ জুলাই জাতীয় সংসদের সামনে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নুল আবদিন ফারুকের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে আপিল শুনানি মুলতবি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপসহ বেশকিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর অংশবিশেষ বাতিল করে হাইকোর্টের ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানি মুলতবি হয়েছে। এ মামলার পরবর্তী শুনানি মঙ্গলবার (৭ জুলাই) পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। এদিন শুনানিতে অংশ নিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল , আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া ও শিশির মনির। এর আগে, এই আপিলে আবেদন করে পক্ষভুক্ত হয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর আগে, গত ১৩ নভেম্বর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দেন আপিল বিভাগ। এরপর আপিল শুনানি শুরু হয়। পৃথক দুটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনীর অংশবিশেষ অসাংবিধানিক ও বাতিল করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদকসহ চার ব্যক্তি একটি আপিল করেন। এছাড়া নওগাঁর বাসিন্দা মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেও আপিল করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশকিছু বিষয়ে পরিবর্তন এনে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এনেছিল। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ ওই সংশোধনীতে সংবিধানে ৫৪টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পঞ্চদশ সংশোধনীর পুরো আইন ও আইনের কয়েকটি ধারার বৈধতা নিয়ে গত বছর হাইকোর্টে আলাদা দুটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদকসহ চার ব্যক্তি একটি এবং নওগাঁর বাসিন্দা মো. মোফাজ্জল হোসেন আরেকটি রিট আবেদন করেন। শুনানি শেষে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রায় দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

তিন আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কনভেনশনে যোগ দিল বাংলাদেশ

সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ , উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও টেকসই সামুদ্রিক বাণিজ্য নিশ্চিত করতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক দায়বদ্ধতা (ম্যারিটাইম লাইয়াবিলিটি) কনভেনশনে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। রোববার লন্ডনে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার (আইএমও) সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহণ ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম আইএমও -এর মহাসচিব আরসেনিও ডোমিঙ্গেজের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের দলিল (ইনস্ট্রুমেন্টস অব অ্যাকসেশন) হস্তান্তর করেন। সোমবার (৬ জুলাই) নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সামুদ্রিক আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে জানিয়েছে সরকার। এসময় যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ড. এম নজরুল ইসলাম এবং নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মো. শফিউল বারী উপস্থিত ছিলেন। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিরাপদ নৌপরিবহণ নিশ্চিত করা, সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা এবং দায়িত্বশীল সামুদ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এই তিনটি কনভেনশনে যোগদান সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ যে তিনটি কনভেনশনে যোগ দিয়েছে সেগুলো হলো - আন্তর্জাতিক তেল দূষণজনিত ক্ষতির দায়বদ্ধতা বিষয়ক ১৯৯২ প্রোটোকল (সিএলসি প্রোটোকল), বাঙ্কার তেল দূষণজনিত ক্ষতির দায়বদ্ধতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন -২০০১ (বাঙ্কার কনভেনশন) এবং নাইরোবি আন্তর্জাতিক রেক অপসারণ

কনভেনশন ২০০৭ (রেক রিমুভাল কনভেনশন)। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে , প্রতিদিন শত শত জাহাজ বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করে বা দেশের বন্দরে আসে। এ ধরনের নৌযান চলাচলের সঙ্গে তেল নিঃসরণ , বাঙ্কার জ্বালানির দূষণ এবং জাহাজডুবির মতো ঝুঁকিও থাকে, যা নৌচলাচল ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। নতুন কনভেনশনগুলো দুর্ঘটনার দায় নির্ধারণ , বাধ্যতামূলক বিমা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ সুগম করবে। ফলে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাওয়া সহজ হবে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে , এই উদ্যোগ দেশের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধাও বয়ে আনবে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজগুলোকে আর বিদেশি নৌ প্রশাসনের কাছ থেকে কনভেনশন সনদ সংগ্রহ করতে হবে না। এতে সময় ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চার্টারার , বিমা প্রতিষ্ঠান ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদে শের জাহাজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। একইসঙ্গে বিদেশি বন্দরে অতিরিক্ত পরিদর্শন ও বাণিজ্যিক বিলম্বও কমবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান এবং মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ , স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও কার্যকর উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। তারা বলেন, রোহিঙ্গা সংকট এখন শুধু বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নয়; এটি মানবাধিকার, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অভিবাসন, পরিবেশ এবং ভূ-রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের (বিআইআইটি) সম্মেলনকক্ষে `ন্যাভিগেটিং রোহিঙ্গা ক্রাইসিস : ইজ রিপ্যাট্রিয়েশন আ ডিস্ট্যান্ট ড্রিম ?, শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। বিআইআইটি ট্রাস্টের সহযোগিতায় এবং সেন্টার ফর সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগের (সিসিডি) উদ্যোগে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সিসিডির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিআইআইটির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড . এম. আবদুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছি লেন তুরস্কের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ , সমাজচিন্তক এবং দেশটির প্রেসিডেন্টের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাই। এতে শিক্ষাবিদ , সাবেক কূটনীতিক, গবেষক, সামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকরা অংশ নেন। গোলটে বিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইয়াসিন আকতাই বলেন , বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে তুরস্ক ছিল , আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন , রোহিঙ্গাদের নিরাপদ , স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও সক্রিয় হতে হবে। একইসঙ্গে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন এবং দক্ষতা উন্নয়নসহ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জোরদারের উপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড . এম আবদুল আজিজ বলেন, রোহিঙ্গা ট্র্যাজেডি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড়ো মানবিক সংকট। এ সমস্যা এখন কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, শান্তি, নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এর স্থা য়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সংহতি , আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জাল ভিসা-বডি কন্ট্রাক্ট; বোর্ডিং পাস কীভাবে দিল বিমান?

ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবারও সামনে এসেছে সংঘবদ্ধ মানবপাচার চক্রের সক্রিয়তার চাঞ্চল্যকর চিত্র। সম্প্রতি একটি গোপন কোড বা সংকেতের গরমিলেই ভেস্তে গেছে ৭৬ বাংলাদেশিকে ট্যুরিস্ট ভিসায় মালয়েশিয়ায় পাঠানোর পরিকল্পনা। বোর্ডিং গেটে নির্ধারিত কোড বলতে না পারা , ভিসা ও পাসপোর্টে অসংগতি এবং গোয়েন্দাদের আগাম নজরদা রির কারণে পুরো সিন্ডিকেটের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে চলে আসে। ওই ঘটনার পর বিমানবন্দরে কর্মরত একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা , পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি), সিভিল এভিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ইউনিট যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে বিমানবন্দরের ভেতরে সক্রিয় একটি প্রভাব শালী নেটওয়ার্কের সম্পৃক্ততার অভিযোগও গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে ওই ঘটনার পর এখনো টনক নড়েনি রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের। অভিযোগ রয়েছে , ৭৬ বাংলাদেশি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মালয়েশিয়াগামী ফ্লাইটের টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু জা ল ভিসায় কীভাবে ৭৬ ব্যক্তি বোর্ডিং কার্ড পেলেন , কোন ট্রাভেলস এজেন্সি একসঙ্গে এত সংখ্যক জাল ভিসার যাত্রীর টিকিট কাটলেন , তা তদন্ত করছে না সংস্থাটি। এ কারণে অংশীজনদের অনেকেই মনে করছেন, মানবপাচার চক্রের সঙ্গে বিমানের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রভাবশালী কোনো কর্মকর্তা জড়িত থাকতে পারেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মিরপুরে সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টারে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বরে অবস্থিত সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টারের বেজমেন্টে আগুন লেগেছে। গাড়ির সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রা থমিকভাবে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ৬ ইউনিট

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। সোমবার (৬ জুলাই) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ সোমবার রাত ৮টা ২ মিনিটে মিরপুর-৬ নম্বরে সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টারে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে রাত ৮টা ১৪ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলে বর্তমানে আমাদের ছয়টি ইউনিট কাজ করছে। তিনি জানান, আগুন ভবনটির বেজমেন্টে লেগেছে। প্রাথমিকভাবে আগু ন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এছাড়া এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , বেজমেন্টে থাকা একটি গাড়ির সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে বিষয়টি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি ফায়ার সার্ভি স। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত , আগুন লাগার এক ঘণ্টারও বেশি সময় পার হলেও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

গুলশান লেকের পরিবেশ রক্ষা ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

রাজধানীর গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ সুরক্ষা, পানিদূষণ রোধ এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। গুলশান-বনানী-বারিধারা-নিকেতন এলাকার ভবনগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা যাচাই এবং লেককে দূষণমুক্ত করার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপলু এ তথ্য জানান। তিনি জানান, সভায় প্রধানমন্ত্রী লেকের বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, লেক দূষণমুক্ত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে যে-সব ভবনের পয়ঃবর্জ্য সরাসরি লেকে গিয়ে পড়ছে, তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সভায় গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ রক্ষায় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া লেক ও এর সঙ্গে সংযুক্ত খালগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, বর্জ্য অপসারণ এবং পানি প্রবাহ সচল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। কড়াইল বস্তির বর্জ্য যাতে সরাসরি লেকে না পড়ে, সেজন্য কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপলু।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

বেতনের ১০ শতাংশ সরকারি কোষাগারে ফিরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার বাবা, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মতো নিজের বেতনের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে ফেরত দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও তাদের বেতনের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি। সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ”গতকাল একটা মিটিং হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রী, অনেক বড়ো প্রশ্ন। একটা দেশের প্রশাসনিক প্রধান ব্যক্তি, উনি আমাদের মিটিংয়ে কী বলেছেন জানেন? খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন- মন্ত্রী মহোদয়গণ, আমি একটা কথা বলব আজকে, বিনয় করে বলা, আপনারা রাখতেও পারেন আমার কথাটা, না-ও রাখতে পারেন।„ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ”আমি কিন্তু হুবহু কোট করছি- রাখতেও পারেন আমার কথাটা না-ও রাখতে পারেন। তবে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, আপনাদের আমার বলা উচিত, এখন আপনাদের ইচ্ছা! যেটা বলব, আমি এটা করছি। আমার আব্বা (সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান) প্রতি মাসে তার বেতন থেকে ১০ শতাংশ বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতেন গরিব-মিসকিন মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য বা সরকারি কোনো প্রয়োজনে খরচ করার জন্য। আমি কিন্তু বেতন নিচ্ছি, না নিয়ে চলতে পারতেছি না। আমার বেসিক বেতন ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা, ১০ শতাংশ হারে আমি ১১ হাজার ৫০০ টাকা প্রতি মাসে বেতন থেকে জমা দিচ্ছি। বেতন যখন অ্যাকাউন্টে আসে, আমি তুলে একটা চেক দিয়ে দিই গভর্নমেন্টের অ্যাকাউন্টে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আমার আব্বা কাজটা করতেন, আমি করছি; আপনারাও যদি মনে কিছু না নেন বা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়, আপনারাও প্রতি মাসে ১০ শতাংশ আপনাদের বেতনের টাকাটা সরকারের ঘরে ফেরত দিয়ে দেবেন।„ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ”আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। খুশি হয়েছি যে, উনি আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচটা করেছেন।„
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

যমুনা নয়, প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনকে কেপিআই ঘোষণা

রাজধানীর গুলশানে প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সরকারি বাসভবনকে 'বিশেষ শ্রেণির, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন-কেপিআই) হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাসভবনটি এবং এর আশপাশের এলাকা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ৭ জুন কেপিআই-সংক্রান্ত কমিটির মাসিক সভায় গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবনকে বিশেষ শ্রেণির কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। পরে সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে ১৫ জুন এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং গত শুক্রবার (৩ জুলাই) গেজেট প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গুলশানের ওই বাসভবন থেকেই রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা সরকারি কাজে প্রস্তুত থাকলেও, তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন না। নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এর সমন্বয়ে পৃথক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হবে। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট গার্ডস রেজিমেন্ট (পিজিআর) সদস্যরা ২৪ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের সঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরাও দায়িত্বে থাকবেন। নিরাপত্তা নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কেপিআই ঘোষিত স্থাপনার সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা ন্যূনতম ১২ ফুট হতে হবে এবং এর ওপর অতিরিক্ত তিন ফুট উচ্চতার 'ওয়াই' আকৃতির কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন করতে হবে। এছাড়া আশপাশের উঁচু ভবন থেকে নজরদারি বা সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া কেপিআই স্থাপনার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে নতুন ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে- এমন বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি এবং গাছপালা অপসারণের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নথি, তথ্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই গুলশানের এই বাসভবনকে বিশেষ শ্রেণির কেপিআই হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

একযোগে জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৩৮ বিচারককে বদলি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের চার সদস্যকে পদোন্নতি দিয়ে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে আইন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের আরো ৩৪ বিচারককে বিভিন্ন কর্মস্থলে বদলি করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। রোববার (৫ জুলাই) আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের চার সদস্যকে সিনিয়র সিভিল জজ পদ হতে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে জ্যেষ্ঠতাসহ পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। একইসঙ্গে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিচারকদের তাদের নামের পাশে বর্ণিত নতুন পদ ও কর্মস্থলে নিয়োগ করা হলো। আরেক প্রজ্ঞাপনে জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৩৪ সদস্যকে তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বদলিকৃত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিচারকদের কর্মস্থলে যোগদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, বর্তমানে কর্মরত বিচারকগণকে তাদের দপ্তর প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যে বর্তমান পদের দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে এবং এরপর তারা বদলিকৃত নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন। তবে যে-সকল বিচারক বর্তমানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা ছুটিতে রয়েছেন, তারা তাদের প্রশিক্ষণ অথবা ছুটি শেষ হওয়ার পরপরই কর্মস্থলে যোগদানের তারিখে বর্তমান পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর করে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

এনআইডির সংশোধন কার্যক্রম নিয়ে ইসির নতুন আদেশ

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে পরিচালিত জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত জরুরি সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে নতুন আদেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (৬ জুলাই) ইসির এনআইডি শাখার পরিচালক (অপারেশন) মো. সাইফুল ইসলাম বিষয়টি জানিয়েছেন। মো. সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়, মহাপরিচালক পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের 'ঘ' ক্যাটাগরির আবেদন ছাড়া নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে 'ক-১', 'ক', 'খ-১', 'খ', 'গ-১' ও 'গ' ক্যাটাগরির এনআইডি সংশোধন সেবা কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া অনলাইনে আবেদনযোগ্য আবেদনসমূহ হার্ড কপিতে গ্রহণ করা হবে না। নতুন আদেশ অনুযায়ী, 'ক-১' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করবেন সহকারী থানা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। 'ক' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করবেন থানা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। 'খ-১' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করবেন অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। 'খ' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করবেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। 'গ-১' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি করবেন অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা। আর 'গ' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তি

করবেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা। নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ‛ক-১,, ‛ক,, ‛খ-১, ও ‛খ, ক্যাটাগরির সংশোধন আবেদন জরুরিভাবে নিষ্পত্তি করে আসছিল ইসি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

কর্মকর্তাদের নাম-ছবি ব্যবহার করে অর্থ দাবি, মাউশির জরুরি সতর্কবার্তা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাউশি এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে একটি প্রতারকচক্র বদলি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ দাবি করছে। এ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে মাউশি। সোমবার মাউশির এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতারকচক্র মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে পদোন্নতি, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও বদলিসহ বিভিন্ন কাজ করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ দাবি করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ অসাধু চক্রটি কর্মকর্তাদের ছবি ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে কল বা ম্যাসেজের মাধ্যমেও অর্থ দাবি করছে বলে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, মাউশির আওতাধীন কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো পরিচয় দিয়ে কাজ করিয়ে দেওয়ার নামে কেউ যদি অর্থ দাবি করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রতারকের ফোন নম্বর নিকটস্থ থানায় অবহিত করতে হবে। একইসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াসহ এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছে মাউশি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

বড়ো শিল্পগোষ্ঠীকে সহায়তা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের বৃহৎ শিল্প ও ব্যাবসায়িক গ্রুপগুলোর উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখতে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান ব্যাংকটির মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। জটিলতা সমাধানে বড়ো শিল্পগোষ্ঠীগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে। আরিফ হোসেন খান বলেন, ”অনেক সময় বড়ো প্রতিষ্ঠান এমন সমস্যায় জর্জরিত হয়, সেটা সরাসরি সমাধান করা যায় না। কিন্তু আমরা কিছু জটিলতা সমাধান করে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব।„ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগোষ্ঠীগুলো সাময়িক আর্থিক সংকটে পড়লেও তাদের কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় এবং বাজারে পণ্য ও সেবার সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

পে-স্কেল দুই ধাপে নয়, একবারেই বাস্তবায়নের পরিকল্পনা

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য প্রতীক্ষিত নতুন বেতন স্কেল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। বিদ্যমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন এই বেতন কাঠামো দুই ধাপে কার্যকর না করে বরং একবারে বা এককালীন বাস্তবায়নের জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অর্থ বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। শুরুতে নতুন পে-স্কেল দুই ধাপে কার্যকর করার বিষয়টি সরকারের পরিকল্পনায় থাকলেও, বর্তমানে সেই চিন্তা থেকে সরে আসার কারণগুলো হলো প্রযুক্তিগত জটিলতা, প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি এবং চাকরিজীবীদের মধ্যে সম্ভাব্য অসন্তোষ। আইবাস প্ল্যাটফর্মে দুই ধাপে বেতন সমন্বয় করা জটিল হওয়ায় এককালীন বাস্তবায়নের দিকেই বেশি ঝুঁকছে প্রশাসন। সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির সভাপতিত্বে নতুন বেতন কাঠামো পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকে নবম জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলোর আর্থিক প্রভাব, বাস্তবায়নের সময়সূচি এবং বিভিন্ন ক্যাডার ও শ্রেণির চাকরিজীবীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল নিয়ে আলোচনা হবে। তবে কমিশনের মূল সুপারিশের তুলনায় বেতন বৃদ্ধির হার কিছুটা কম হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

সাসপেন্ড হয়েছে শাওনের ফেসবুক একাউন্ট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে দেওয়া একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন। এরই মধ্যে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর দেখা যাচ্ছে না। শাওনের ঘনিষ্ঠজন ও লেখক তামান্না সেতুর দাবি, বিপুলসংখ্যক রিপোর্টের কারণে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টটি সাসপেন্ড করেছে। রোববার নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এ দাবি করেন লেখক তামান্না সেতু। পোস্টে তিনি লেখেন, বন্ধু মেহের আফরোজ শাওনের ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি বিপুলসংখ্যক রিপোর্টের কারণে ফেসবুক থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, যে পোস্টটি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছিল, সেটি শাওন নিজে মুছে দেননি। তামান্না সেতু আরও জানান, এ তথ্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন মেহের আফরোজ শাওন। এর আগে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে শাওনসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ

দেওয়া হয়। রাষ্ট্র সংলাপ ফোরামের নেতারা ওই অভিযোগ দায়ের করেন। তাদের দাবি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৭ আসাদ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর লেখা বই সংরক্ষণের নির্দেশনা বাতিল

দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে ‵প্রেসিডেন্ট জিয়া : রাজনৈতিক জীবনী,, ‵বেগম খালেদা জিয়া : জীবন ও সংগ্রাম, এবং ‵সবার আগে বাংলাদেশ,- এই তিনটি বই রাখার নির্দেশনা বাতিল করা হয়েছে। সোমবার রাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব রওশন আরা পলি স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়। জানা যায়, ‵প্রেসিডেন্ট জিয়া : রাজনৈতিক জীবনী,, ‵বেগম খালেদা জিয়া : জীবন ও সংগ্রাম,- এই বই দুটি সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহর লেখা। আর ‵সবার আগে বাংলাদেশ, বইটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের লেখা। বইগুলো জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশ হয়েছে। গত ৩ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে তিন বই রাখার বিষয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়। এতে স্বাক্ষর করেন উপ-সচিব রওশন আরা পলি। চিঠিতে বলা হয়েছিল, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে যেন এই তিনটি বইয়ের অন্তত এক সেট রাখা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

সুপ্রিম কোর্ট বারের জন্য নতুন ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আশ্বাস আইনমন্ত্রীর

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নতুন ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবীদের সংগঠন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। আজ সোমবার আইন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিমের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়েছে। নবনির্বাচিত সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে সোমবার সন্ধ্যায় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে মন্ত্রণালয়ে যান কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। সাক্ষাতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের জন্য বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলে আইনমন্ত্রী সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একমত পোষণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরো বলা হয়েছে, আইনমন্ত্রী সমিতির নেতৃবৃন্দকে বলেছেন, বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আইনজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। এ সময় তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

সিলেটের গোয়াইনঘাটে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তিন বন্ধুর চিরবিদায়

সিলেটের গোয়াইনঘাট-জাফলং সড়কের জাফলং চা-বাগান এলাকায় রোববার মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাফলং আমির মিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির তিন শিক্ষার্থী সাকিব আহমদ, রায়হান আহমেদ (রাহুল) ও জয় আহমদের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার পৃথক জানাজা শেষে নিজ নিজ এলাকার সামাজিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়। নিহতদের মধ্যে সাকিব আহমদের জানাজা রোববার বাদ এশা জাফলং আমির মিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার বেলা ১১টায় ছৈলাখেল অষ্টম খণ্ড কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে রায়হান আহমেদ (রাহুল)-এর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বাদ জোহর লাখেরপাড় গ্রামের হামিদ আলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জয় আহমদের জানাজা শেষে তিনজনকেই নিজ নিজ এলাকার সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরিবারের বরাতে জানা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সাকিব, রায়হান ও জয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। স্কুল, খেলাধুলা, ভ্রমণ কিংবা অবসরের সময়-সব জায়গাতেই তারা ছিলেন একে অপরের সঙ্গী। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল। তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাফলং আমির মিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক প্রতিনিধিরা। তাদের ভাষ্য, তিনজনই ছিল মেধাবী, প্রাণবন্ত এবং সবার প্রিয়। সহপাঠীরা জানায়, কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে, আড্ডা দিয়েছে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্ধুদের হারানোর বাস্তবতা তারা এখনো মেনে নিতে পারছে না। স্থানীয়দের মতে, গোয়াইনঘাটসহ সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলে প্রায়ই কিশোরদের মোটরসাইকেল নিয়ে অবাধে চলাচল করতে দেখা যায়। তাদের অনেকেরই ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এ কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী এ ঘটনাকে ‵অপূরণীয় ক্ষতি, উল্লেখ করে বলেন, অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের হাতে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়া এবং লাইসেন্সবিহীন ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা যাতে মোটরসাইকেল নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে শিক্ষকদেরও আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

UKRAINE WARNS OF INTERCEPTOR MISSILE SHORTAGE AS 19 KILLED IN KYIV REGION

The Ukrainian Air Force says a "serious shortage" of interceptor missiles meant none of the 23 ballistic missiles fired by Russia at Kyiv on Sunday night were shot down. At least 12 people were killed in the second large-scale Russian attack on the Ukrainian capital in a week, officials said. Six more were killed in the wider Kyiv region. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has appealed for allies to take"strong decisions" at the this week's Nato summit to provide Kyiv with air defences. After the strikes, he said the Ukrainian military had been successful in intercepting cruise missiles and drones - but not ballistic missiles.
(BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

EMOTIONS AND THREATENING ANTI-TRUMP MESSAGES AS FUNERAL PROCESSION CONTINUES

Thousands of mourners are still out on the streets of Tehran as the funeral procession for Iran's late supreme leader makes its way through the capital. Threatening anti-Trump messages can be seen too, and mourners have been seen throwing rocks at a poster displaying the US president's face. Coffin carrying the remains of Ayatollah Ali Khamenei and several family members - killed in strikes at the start of the Iran war - are creeping slowly along the 10km route. The procession, which started early this morning, is seen as one of the most significant moments of his seven-day funeral.
(BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

PEACE TALKS ON PAUSE UNTIL END OF FUNERAL EVENTS: TRUMP SAID

Today's funeral procession takes place as a fragile ceasefire between the US and Iran holds, while talks on a permanent peace deal continue. These negotiations have been on pause since funeral events began on Friday, according to US President Donald Trump. He told news website Axios on Saturday that the Iranians were "begging to make a deal", but said both sides had decided to take a week off from the talks until Khamenei's funeral events end. Iran has not formally commented on whether the talks have been suspended. Talking about senior regime figures being present at the funeral, Trump said: "They are all there. One shot and we can take them all out, but we are not going to do that because then we would have nobody to negotiate with." (BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

AT LEAST 25 KILLED IN SRI LANKA PRISON RIOTS

At least 25 people have been killed - four of them guards - and more than 100 injured in prison riots in western Sri Lanka. The two days of violence at Negombo Prison, in a coastal town north of Colombo, began with clashes between two groups of inmates. Prisoners are alleged to have grabbed prison guns on Sunday. Two people were killed that day, with dozens injured. Later, groups of male prisoners, and women from an adjoining unit, climbed on to prison rooftops demanding to be released. Fresh violence erupted on Monday when inmates tried to rush the prison gates. Security forces were deployed and multiple gunshots heard from inside the prison. (BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

SUPER TYPHOON BAVI MAKES LANDFALL ON US PACIFIC ISLANDS WITH HUGE WIND GUSTS

Howling winds and lashing rains are battering Guam and the Northern Mariana Islands as super typhoon Bavi makes landfall. Packing winds of nearly 290km/h and gusts of 350km/h, Bavi is moving over the Pacific islands, according to the US National Weather Service (NWS). The NWS warned the "very dangerous" storm could cause "catastrophic" damage, with waves potentially nearly 11m high. An official told AFP they had received reports of "major damages" on the Northern Mariana Islands. The western Pacific region is particularly prone to tropical cyclones. While storms of this strength are unusual for the US islands, scientists say climate change is making powerful typhoons more common.
(BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

BANGLADESH COURTS CHINA EVEN AS TIES WITH INDIA IMPROVE

Bangladesh's new government has sought greater Chinese investments and partnership to revive a stuttering economy, even as it attempts to re-balance ties with neighbouring India. Bangladeshi Prime Minister Tarique Rahman went to Malaysia and China in his first overseas official visit last month, signalling the direction of Dhaka's foreign policy. Analysts

say the choice of destinations reflects Dhaka's effort to recalibrate its strategic priorities. While Rahman first visited Malaysia, his trip to China is seen as the more significant. India has historically been the traditional port of call for newly-elected South Asian leaders. Some in India have viewed Rahman's China visit as a message to Delhi which has maintained close ties with the ousted Bangladeshi leader Sheikh Hasina. Among several bilateral agreements, Rahman's outreach to Beijing for help managing the Teesta River and a deal to develop a special economic zone near Mongla port have attracted particular attention. These are closely watched in Delhi as the two Asian giants compete for influence in Bangladesh. Relations between Dhaka and Delhi turned frosty after the overthrow of prime minister Sheikh Hasina in August 2024 in a mass uprising. She fled the country and took refuge in Delhi. Diplomatic ties remained strained after the interim government led by Muhammad Yunus took office, with India avoiding high-level visits. After Rahman took over following a landslide victory for his Bangladesh Nationalist Party (BNP) in February, both sides have taken initiatives to reset their ties. "There is no doubt there has been a relative relaxation of tensions between the two countries," former Indian foreign secretary Shyam Saran told the BBC. "The cross-border economic activities are gradually returning to normal and India is also issuing tourist visas to Bangladesh," he said. Passenger bus services between India and Bangladesh have partially resumed after an 18-month gap. Services now operate between Kolkata and Dhaka, and between Dhaka and Agartala. When the war in the Middle East broke out earlier this year and hit global fuel supplies, Delhi sent thousands of tonnes of emergency fuel via the cross-border Friendship Pipeline to Bangladesh. Last month, India's new High Commissioner to Dhaka, Dinesh Trivedi, took charge. In a rare move, Delhi elevated him to cabinet rank, signalling its intent to reset bilateral ties. Despite diplomatic tensions and the two countries imposing tit-for-tat restrictions on trade when the interim government was in power, bilateral trade last year stood at around £13bn, mostly in India's favour. Nevertheless, the rapprochement between Dhaka and Delhi is not as expected and there are continuing irritants in the bilateral relationship. A strong anti-India sentiment, mainly for supporting Hasina, and attempts by the Indian Border Security Force to push people, who they deem as illegal immigrants, into Bangladesh have triggered controversy and anger in Dhaka. Bangladeshi officials say India has pushed in thousands of people, mainly Bengali-speaking Muslims, in recent years without following any due repatriation process. Bangladeshi analysts further point out that the alleged inflammatory comments against Bangladesh during India's West Bengal state elections by Hindu-nationslist politicians are sending mixed signals to Dhaka. "All these things got high visibility and created public dissatisfaction in Bangladesh which in a way reflected on Dhaka's thinking process," says Humayun Kabir, a former Bangladeshi diplomat. "The Bangladeshi government didn't look at these issues or positive indications," he adds. In May, the Hindu Nationalist BJP ousted the regional Trinamool Congress in West Bengal, ending its nearly 16-year rule in the Bangladesh-bordering state. West Bengal and Bangladesh share linguistic, cultural and ethnic ties. Any Chinese role in managing the Teesta River is a sensitive security issue for India. The river is shared by India and Bangladesh, whose efforts to reach a water-sharing agreement have stalled for years. During Rahman's visit to Beijing, Bangladesh said the two sides agreed to conduct a joint technical feasibility study on managing the river. Experts say the river needs dredging, desilting and measures to restore its flow for agriculture. "Any Chinese involvement in any project close to our border will always be a matter of concern. So, we would certainly not welcome that at all," Saran says. India and China have a decades-long border dispute. A brief war in 1962 ended in a humiliating defeat for India, and more recent border clashes have claimed lives on both sides. Any Chinese role in the project would bring it closer to the strategically vital Siliguri Corridor, or "Chicken's Neck" - the 22km strip linking India's mainland to its seven north-eastern states. Bangladeshi officials say previous governments also invited India to join the Teesta project, but Delhi took too long to decide. They argue China has the expertise and financial resources to deliver a project of this scale. Beijing has stepped in to allay India's concerns. "I would like to stress that China-Bangladesh cooperation does not target any third party and should be free from third party influence," Chinese Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun told reporters in Beijing during Rahman's recent visit. China is already Bangladesh's biggest defence supplier, accounting for more than 70% of its arms imports. Dhaka also owes Beijing more than $6bn.

During Rahman's visit, China also offered to develop the China-Myanmar-Bangladesh Economic Corridor - connecting China's Yunnan province to the two countries. India has long viewed South Asia as its sphere of influence, but China has steadily expanded its footprint in Bangladesh, Sri Lanka and the Maldives. India's efforts to rebuild ties with Bangladesh's new government are complicated by the continued presence in Delhi of deposed Prime Minister Sheikh Hasina, whose extradition Dhaka has sought. Hasina was convicted in absentia of crimes against humanity over a crackdown on student-led protests that left hundreds dead. She denied the charges and was sentenced to death by a special tribunal last year. "As long as Hasina is in Delhi, it may be somewhat difficult politically for Rahman to come to India," says Saran. But some experts say Rahman may still visit Delhi as India remains too important a neighbour - economically and strategically - for Dhaka to ignore. India, too, knows that stable ties with Bangladesh are vital to security in its north-east, where several ethnic separatist groups operate. For Rahman, balancing Dhaka's ties with the two regional powers is going to be a delicate diplomatic balancing act.
(BBC News Web Page: 06/07/26, FARUK)

:: THE END ::